পিসীমার গল্প।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত-প্রণীত।

কলিকাতা,
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রাঙ্কন।

সন ১৩২০ সাল।

  [মূল্য ।৶০ দশ আনা।

Printed by J. N. Dey, at the
BANI PRESS.
63, Nimtola Street, Calcutta.
1914.

সূচী।

পিসীমার গল্প।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত-প্রণীত।

কলিকাতা,

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রাঙ্কন।

সন ১৩২০ সাল।

[মূল্য ।৵০ দশ আনা।

Printed by J. N. Dey, at the
BANI PRESS.
63, Nimtola Street, Calcutta.
1914.

সূচী।

দিদিমার গল্প।

প্রথম খণ্ড।

মুখবন্ধ।

চৌধুরী-বাড়ীর বৃদ্ধা গৃহিণী বড় সৌভাগ্যবতী, তাঁহার পুত্র-পৌত্র, দুহিতা-দৌহিত্র, বৌ-ঝি অনেক। বৃদ্ধা সংসারের কিছুই দেখা শুনা করেন না, কেবল সন্ধ্যাহ্নিক, জপ তপ লইয়াই দিন রাত্রি অতিবাহিত করেন, কেবল অপরাহ্নে একটীবার স্বপাক আহার করেন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে তাঁহার ছোট ছোট পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রিরা তাঁহাকে ছাড়ে না, তাহাদিগকে উপকথা শুনাইতে হয়। সন্ধ্যাকালে উপকথায় সংশিক্ষা দিবার প্রথা আজি-কালি সহরে ত নাই, মফস্বলেও প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। চৌধুরী-বাড়ীর শিশুরা কিন্তু উপকথা না শুনিয়া বৃদ্ধা চৌধুরী-গিন্নিকে ছাড়িত না বলিয়া, তিনিও তাহাদিগকে গল্প শুনাইতে কৃপণতা করিতেন না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার দীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিলে শিশুরা আসিয়া, তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিত। তিনিও কোন দিন একটী, কোন দিন দুইটী, গল্প ছোট হইলে কোন দিন তিনটীও বলিতেন। আমরা সেই গল্প গুলি ক্রমশঃ "দিদিমার গল্প" নাম দিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। শান্তিজল।

অনেক দিনের কথা বল্‌চি, শোন সরলা, বিমলা, শান্ত, সাধু, সকলে মন দিয়ে শোন,—হিমালয় পর্ব্বতের কাছে এক দেশে একজন রাজা ছিলেন, তাঁর নাম বসন্ত-বিজয়, তাঁর তিনটী ছেলে—শরৎ, শিশির, আর সুশীল। রাজা বৃদ্ধ, ছেলেরা অনেক কাজ কর্ম্ম দেখা শুনা করে। ক্রমে বুড়াবয়সে রাজার রোগ হলো, কাজ কর্ম্ম একবারেই দেখ্‌তে শুন্‌তে পাল্লেন না, শেষে বাঁচবার আশা কমে গেল। রাজপুত্রেরা বড়ই ভাবিত হলেন, কেবলই কেঁদে বেড়াতে লাগ্‌লেন। রাজবাড়ীর অন্দরে একদিন তাঁরা সেই রকমে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন গেরুয়া-পরা, মাথায় জটা সন্ন্যাসী তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত; তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন—"তোমরা কাঁদ্‌চো কেন?"

তাঁরা বল্লেন—আমাদের পিতা এই দেশের রাজা, সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় কাতর, বাঁচবার কোন আশাই নাই, সকলেই হতাশ [illegible]

সন্ন্যাসী বলিলেন—"ভয় নাই, আমি তাহার প্রতীকার জানি।"

রাজা। দয়া ক'রে আমাদিকে বলুন না, আমরা তাই করি।

রাজপুত্রদের কাতরতা দেখে সন্ন্যাসীঠাকুর বল্লেন,—"শান্তি-জল এনে তাঁকে খেতে দিন। তা' হ'লেই তিনি বাঁচবেন। কিন্তু আনাই কঠিন।"

রাজার বড় ছেলে বল্লেন—"যেমন ক'রে পারি আমি আন্‌বই।"

সন্ন্যাসী এই কথা বলেই চলে গেলেন। বড় রাজপুত্তুর বাপের কাছে গিয়া তাঁকে শান্তিজলের কথা বল্লেন। শান্তি-জল খেলে তিনি বাঁচবেন, এ কথাও শুনালেন। আর শান্তি-জল আন্‌তে যাবার জন্যে অনুমতিও চাইলেন। কিন্তু রাজা স্বীকার কল্লেন না—তিনি বল্লেন—"বাবা, আমার শেষাবস্থা; সে দেবতা গন্ধর্ব্বের দেশে পাওয়া যায়—পথে রাক্ষস রাক্ষসীর ভয়, তারা কত মায়া জানে, পথে কি জানি, কত বিভীষিকাই আছে, সে সব আপদ বিপদ কাটাইয়া কেমন করে সেখানে যাবে। আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারিনি।"

রাজপুত্তুর কিছুতেই ছাড়লেন না, বল্লেন,—"আপনি পিতা, আপনার জন্যে আমাকে প্রাণপাত কত্তে হয়। আপনি কৃপা করে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেতে সঙ্কল্প করেছি, আমাকে বাধা দিবেন না।"

রাণী বল্লেন, "তাও কি হয়,—তুমি জ্যেষ্ঠপুত্র। জানি না, আমার অদৃষ্টদোষে যদি রাজার 'ভাল মন্দ' ঘটে, তা'হলে যা' কিছু করবার সবই তোমাকে কত্তে হবে, তুমি থাক্‌তে

অন্যের তায় অধিকার নাই। তোমার কিছুতেই যাওয়া হ'তে পারে না।"

রাজা অনিচ্ছায় মত দিলেন, রাণী তায় কোন আপত্তি কল্লেন না। রাজপুত্তুর মনে মনে ভাবলেন—যদি আমি শান্তি-জল এনে দিতে পারি, রাজা আমাকে সকলের চেয়ে ভাল-বাসবেন, মৃত্যুকালে আমাকেই রাজত্ব দিয়ে যাবেন।

রাজপুত্তুরের যাওয়াই স্থির. হ'লো, তিনি এক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা কল্লেন। একদিন দুদিন যেতে যেতে তিনি একটা উচু পাহাড়ের উপর উঠলেন—পাহাড়ের উপর যত যান, পথ আর ফুরায় না, ক্রমে খানিকটা খোলা বড় জমির উপর একজন বেঁটে বামন দাঁড়িয়ে আছে দেখ্লেন। সে জিজ্ঞাসা কল্লে—"রাজপুত্র, এত ব্যস্ত হয়ে কি জন্যে কোথা যাচ্চো?"

রাজপুত্তুর উত্তর কল্লেন—"তোকে বল্লে কি হবে রে বেকুব।"

এই কথায় বামনের রাগ হলো, সে যেমন তেমন বামন নয়, অনেক যাদু জানতো, সে মনে মনে বল্লে—"বটে, তুমি আমাকে চেনো না, তুমি কেমন রাজপুত্তুর তা বুঝা যাবে।"

এই বলে সে রাজপুত্তুরের যাবার পথ ক্রমেই খাটো করে আন্‌তে লাগলো। ক্রমে পথ এত ছোট হয়ে গেল যে, আর ঘোড়া চলে না, সন্মুখেও খাড়া পাহাড়—পিছনেও তেমনি পাহাড়। আগে পিছু ডাইনে বামে কোন দিকেই যাবার যো রইলো না। ঘোড়া ছেড়ে আগে যাবার চেষ্টা করাও বৃথা হলো। চেঁচিয়েও যে কারো সাড়া পাবেন তাও হলো না—বাকরোধ হয়ে

এদিকে রাজা প্রতিদিন পুত্রের ফিরিবার আশায় প্রাণ ধরেছিলেন, ফির্‌তে বিলম্ব দেখে মধ্যম রাজপুত্র পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে শান্তিজল আন্‌তে যাবার অনুমতি চাইলেন। তিনি ভাবলেন, দাদা বেঁচে নাই, নিশ্চয় পথে মারা গিয়াছেন, যদি শান্তিজল লইয়া ফিরিতে পারেন পিতার রাজ্য তাঁরই হবে।"

তাঁকে পাঠাবার ইচ্ছা না থাক্‌লেও রাজা মত দিলেন। মধ্যম রাজপুত্রও বড় দাদার পথে চলিলেন। তাঁহার যা যা ঘটেছিল, মধ্যমেরও তাই ঘটিল। তিনিও সেই বামনের দেখা পেয়ে তাঁহার জিজ্ঞাসা মতে সেই রকম উত্তর দিলেন। ক্রমে তাঁহারও বড় দাদার দশা ঘটিল। ক্রমে পথ ছোট হইয়া গেল, আগে পাছে পাশে কোনদিকেই যাইবার পথ পেলেন না, শেষে তাঁরও কথা কহিবার শক্তি গেল। তিনিও পথে আটকাইয়া রহিলেন।

ক্রমেই দিন যেতে লাগলো—রাজা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন, দুই পুত্রের প্রাণের ভাবনায় তাঁকে অস্থির করে তুল্লে। কি হয়—কি করেন কিছুই স্থির কত্তে পাল্লেন না।

কনিষ্ঠ রাজপুত্র কোন উপায় না দেখে তিনি শান্তিজলের জন্তে আর বড় ভাই দুটীর সন্ধানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। রাজা নিতান্ত না-রাজির সহিত মত দিলেন। ছোট রাজপুত্রও সেই পাহাড়ে চড়িয়া সেই বামনের দেখা পাইলেন। বামন তাঁহাকে আগেকার মত জিজ্ঞাসিলে তিনি অতি মিষ্টকথায় তাহাকে তুষ্ট করে বল্লেন—"আমার পিতার

কি আমাকে পথ দেখিয়ে দিবেন? আর উপায় বলে দিয়ে আমাকে বাঁচাবেন? কেন না, আমি প্রাণ-প্রতিজ্ঞা করেছি।"

বামন খুব খুসী হলো, রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসিল, "শান্তিজল কোথা পাওয়া যায়, তা' কি তুমি জান না?"

রাজ।—আজ্ঞা—না।

বাম। আচ্ছা, আমি যা বলি শোন—

"ভেলকী বাজিতে তৈয়ারি এক অট্টালিকায় শান্তিজল পাওয়া যায়, পথে তোমার নিরাপদে যাবার জন্যে এই লোহার ডাণ্ডা আর দুখানি রুটী দিচ্চি। সেই অট্টালিকায় গিয়া এই লোহার ডাণ্ডা দিয়া তিনবার ধাক্কা দিলেই দোর খুলে যাবে। ভিতরে দুটী বড় বড় সিঙ্গি (সিংহ) শীকারের জন্যে লক্ লক্ কচ্চে দেখ্‌বে, তুমি, তাদিকে এক টুক্‌রা করে রুটী ফেলে দিলেই তারা কিছু কর্‌বে না। তার পরে শান্তিকুণ্ড হতে জল নিয়ে বেলা দুপুরের আগে চলে আস্‌বে। তার পর দোর বন্ধ হয়ে যাবে। দোর বন্ধ হলে চিরকালের জন্যে তার ভিতর থেকে যাবে; ফিরতে পারবে না।"

লোহার ডাণ্ডা আর রুটী নিয়ে বামনকে নমস্কার করে রাজপুত্রপথে বাহির হলেন। কত নদনদী, নগর, গ্রাম পার হয়ে অট্টালিকার দোরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বামনের কথা মত লোহার ডাণ্ডার তিন আঘাতে দোর খুলে গেল। রাজ-পুত্র একটা সুন্দর দালানে ঢুকে দেখলেন, কতকগুলি বড় বড় লোক সেখানে বসে আছেন। রাজপুত্র তাঁদের সকলের হাতে যে আংটীগুলি ছিল সব খুলে নিয়ে আপনি পরিলেন, কেহই কিছু বলিল না। আর একটী ঘরে একখানি তলোয়ার

আর একখান রুটী দেখ্‌তে পেয়ে তাহাও লইলেন। আর কিছুদূরে একটী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলেন, একটী পরমাসুন্দরী কন্যা বসে আছে, সে তাকে খুব আদর যত্ন কত্তে লাগলো, আর বল্লে যে, আমি যাদুবলে এই ঘরে আটক আছি, তোমাকে দেখে আমি সেই যাদুমুক্ত হ'লেম, কথা কইতে পাল্লেম, এক বছর মধ্যে তুমি এসো আমাকে বিবাহ কল্লে আমিও তোমার—এরাজ্যও তোমার হবে।"

তা'র পর সেই রাজকন্যা তা'কে বাগানের ভিতর শান্তিকূপ দেখিয়ে দিলেন, আর বলিয়া দিলেন, বেলা দুইপ্রহরের আগে জল নিয়ে বাহিরে না গেলে বড়ই বিপদ ঘটিবে। রাজপুত্র দেরি না করে বাগানে ঢুকে যেতে যেতে কত কি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কত ভাল ভাল গাছ তাতে ভাল ভাল ফুল, ভাল ভাল ফল, কোনটা সোণার মত, কোন কোনটা রূপার মত—কত সুন্দর সুন্দর পাখী তাদের মধুর শব্দ, শুন্‌লে কাণ জুড়ায়—মন খুসী হয়। রাজপুত্রের খুবই মেহনত হয়েছিল, ভাবনাও কম হয় নাই, তিনি সেই সুশীতল বাগানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, একবারে অচেতন। দুই প্রহরের একদণ্ড থাক্‌তে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল—চারিদিকে চেয়ে দেখেন, বেলা প্রায় দুই প্রহর, ভাবিলেন, হয় ত তাঁহাকে সেখান হইতে আর ফিরিতে হইবে না। রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন। শান্তিকূপের নিকটে গিয়া এক ঘটী জল তুলিয়া লইলেন, জল লইয়া যেমন তিনি সেই লোহার ফটকে আসিলেন, তেমনি বেলা দুই প্রহর। দোর বন্ধ হইয়া গেল। এত জোরে বন্ধ হ'লো যে, তাঁহার পায়ের গোড়ালির মাংস খানিকটা

ছিঁড়িয়া গেল, বেশ বেদনা বোধ হইল। হাতে সেই তলোয়ার আর রুটী লইয়া যখন তিনি সেই বামনের নিকট উপস্থিত হল্লেন, বামন বলিল—"রাজপুত্র, তুমি দুইটী অমূল্য জিনিস পেয়েছ। তলোয়ারখানিতে একবারে সমস্ত সৈন্য নষ্ট কর্ত্তে পার্বে, রুটীখানি হাজার হাজার লোকে খেলেও ফুরাবে না।"

রাজপুত্র ভাবিলেন, ভাই দুইটীকে না নিয়ে, কেমন করে যাই, এই ভেবে তিনি বামনকে জিজ্ঞাসিলেন—"আপনি বল্‌তে পারেন, আমার বড় ভাই দুটী আমার আগে শান্তিজল নিতে এসেছিলেন, তাঁরা কোথায়, কি রকম আছেন?"

বামন বল্লে—আমি তাদিকে পাহাড়ের গর্ত্তের মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখেছি, তাদের কথা বলো না—তা'রা বড় অহঙ্কেরে লোক।

রাজপুত্র কাতরভাবে কত উপরোধ অনুরোধ কল্লেন। অনিচ্ছা থাক্‌লেও বামন তা'দিকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে,—"দেখ, তোমার দাদা হ'লে কি হয়, এদের মন ভাল নয়, কখন এদি'কে বিশ্বাস করো না।"

ভাইদিগকে দেখ্‌তে পেয়ে ছোটরাজপুত্রের আর আহ্লাদের সীমা নাই। যে রকমে যত কষ্ট সহিয়া তিনি শান্তিজল পেয়েছেন, সমস্ত কথা তা'দিগে বল্লেন, রাজকন্যার যাদু-মুক্তির কথা, এক বৎসর পরে এসে তাঁকে বিবাহ কর্‌বার কথা কিছু বাদ দিলেন না, সুধিস্ত আগা গোড়া বল্‌বার পর তিন ভাইতে ঘোড়ায় চাপিয়া দেশে ফির্‌লেন। আস্‌তে আস্‌তে দেখলেন,

না পেয়ে মারা যাচ্চে। বিষম বিপদ দেখে ছোট রাজপুত্র রুটী খাইয়ে প্রজাদের প্রাণরক্ষা কল্লেন, আর সেই তলোয়ারে সমস্ত শত্রুসৈন্য নষ্ট ক'রে রাজ্যে শান্তি স্থাপন কল্লে। আরও দুটী দেশের রাজা ঐ রকম বিপদে পড়েছিলেন, তাঁদিগেও নিরাপদ কল্লেন।

তা'র পরে তাঁরা তিন জনে সমুদ্র পার হবার জন্যে জাহাজে উঠলেন। বড় ও মেজো রাজপুত্র দুজনে যুক্তি আঁটলে যে, যদি ছোট ভাই শান্তিজল নিয়ে যায়, রাজা তা'কেই ভালবাসবেন, তা'কেই মরণকালে রাজ্য দিয়ে যাবেন, আমরা আমাদের প্রাপ্যধনে বঞ্চিত হবো। এমতে তাঁরা হিংসাদ্বেষভরে, ছোট রাজপুত্র ঘুমুলে পরে আপনাদের একটী ঘটিতে শান্তিজলটুকু ঢেলে নিয়ে, ছোট রাজপুত্রের ঘটিতে সমুদ্রের লোনা জল ঢেলে রাখিল। যখন তাঁ'রা তিনজনে ঘরে ফিরিলেন, ছোট রাজপুত্র পিতাকে আরাম কর্‌বার জন্যে শান্তিজল খাওয়ালেন, জল খেয়ে রাজার ব্যারাম বাড়লো। বড় মেজো দুই রাজপুত্র তখন পিতার কাছে এসে বল্লেন— তুমি বাবাকে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করেছিলে, যে জল খাওয়ায়েছ—ও শান্তিজল নয়, বিষ জল।" এই বলে তাঁরা তাঁহাদের পিতাকে শান্তিজল খাওয়ালে, তিনি শিগ্‌গির সেরে উঠ্‌লেন, বল পেলেন, আবার যেন তাঁর নুতন যৌবন হ'লো। বেশ সুস্থ স্বচ্ছন্দ হ'য়ে রাজা একদিন স্থির কল্লেন, ছোট রাজপুত্রের প্রাণদণ্ডই উপযুক্ত ব্যবস্থা। একজন ভাল শীকারী সঙ্গে দিয়ে তিনি ছোট রাজপুত্রকে বনে শীকার কত্তে পাঠালেন। ছোট রাজপুত্র

শীকারী তায় তুষ্ট নয়, বড়ই বিষণ্ণ, ভাবনায় যেন তার মুখখানি শুকিয়ে যেতে লাগলো।

এই দেখে রাজপুত্র তা'র কারণ জিজ্ঞাসা কল্লেন—কেন ভাই, তোমার কি হয়েছে, তোমায় বড় কাতর দেখচি কেন?

শীকারী উত্তর কল্লে—"সে কথা আপনাকে বল্‌তে সাহস হচ্চে না।"

রাজ। ভয় কি বল, আমি তোমার কোন অপরাধ লইব না। যতই দোষের কথা হোক, মার্জ্জনা করবো। শীকারী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বল্লে—"বলবো কি, রাজা আমায় আপনাকে মেরে ফেলবার হুকুম দিয়েছেন।"

এই কথা শুনে রাজপুত্র চম্‌কে উঠলেন, শীকারীকে বল্‌লেন,—"তুমি আমায় বাঁচাতে চাও, না মারতে চাও?"

শীকা। যদি মারবো ত এ কথা বল্‌বো কেন?

রাজ। বেশ, তবে একটী কর্ম্ম কর, আমার পোষাকটী তুমি লও আ'র তোমার পোষাক আমাকে দাও।

শীকারী আপত্তি করিল না—পোষাক বদল করে চলে গেল। রাজপুত্রও বনের ফলমূল খেয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

কিছুদিন পরে যে তিনটি দেশকে ছোটরাজপুত্র রক্ষা করে এসেছিলেন, সেই তিন দেশের তিনজন রাজা ছোট-রাজপুত্রের নামে তিন সওগাদ পাঠিয়ে দিলেন, তায় ভাল ভাল সোনা রূপা হীরা মাণিক মুক্তার জিনিষ, কত ভাল ভাল খাবার, কত ভাল ভাল কাপড়।" হাজার লোকে সে সব জিনিষ আনতে পারে না বলে, হাতীর পিঠে ঘোড়ার পিঠে

ভাবলেন, ব্যাপার কি—ছোট ছেলেকে ত মেরে ফেলা হয়েছে। সওগাদ নিয়ে যে সকল রাজদূত এসেছিল, তাদের মুখে সকল কথা শুনে রাজা ভাব্লেন, যে পুত্রের এত শক্তি, এত গুণ, সে ছেলে নিতান্ত নির্দ্দোষ, অকারণে সেই গুণবান পুত্রকে হারালেন। ইহাতে বড় ও মেজ ছেলের যে চালাকী চতুরতা আছে, রাজা তাহাও বুঝলেন। বুঝিলে কি হয়, তিনি জানেন, সে ছেলে ত আর ফির্বে না। যাই হোক, শীকারীকে একবার ভাল করে জিজ্ঞাসা করা দরকার। এই ভেবে তিনি শীকারীকে ডেকে পাঠালেন। শীকারীকে জিজ্ঞাসায় সে খোলসা কথা বল্লেন, মহারাজ আমি ছোট রাজপুত্রকে খুন করি নাই, তিনি কোথাও না কোথাও আছেন, বেঁচে আছেন, আমার পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্চেন। রাজা শুনে আহ্লাদে আটখানা হলেন।

এই কথা রাজা রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যে, তিনি ছোট রাজপুত্রকে নির্দ্দোষ জেনে ক্ষমা কর্লেন, যে তাঁর সন্ধান করে দিতে পারবে, তার লক্ষ টাকা বকসিস মিলবে।"

ইতিমধ্যে সেই রাজকন্যা ছোট রাজপুত্রের না আসায় বড়ই ভাবিত, তা'র আসবার জন্যে রাজপথগুলি সোণায় মুড়িয়াছেন—একটী সোজা পথ প্রস্তুত করে, তা'র পাশে পাশে আরও কয়েকটী পথ সেই রকমে প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু সোণায় মোড়া নয়; আর আপনার লোকদিগকে বলে দিয়েছেন, যে সোজা পথে আসবে, তা'কে আস্তে দিবে, আর যে বাঁকা পথে আস্বে, তাঁকে তাড়িয়ে দিবে।

পুত্র তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সেই পাহাড়ে সেই সোণার বাড়ীতে উপস্থিত হলে—সোণার পথ দেখে তিনি ভাবলেন—সোণার পথে ঘোড়া চালান ঠিক নয়। এই ভেবে যেমন অন্য পথ ধল্লেন, অমনি দ্বারী এসে তাঁকে ফিরিয়ে দিলে। মেজো রাজপুত্রও গিয়া সোণার পথ দেখে ভাবলেন—এপথ গাড়ী ঘোড়া চলবার নয়, অন্য পথে যেতে হবে, এই ভেবে অন্য পথ ধরলে দ্বারী তাকেও ফিরিয়ে দিলে।

ঠিক বছর পূর্ণ যে দিন হ'লো, সেইদিনে ছোটরাজপুত্র গিয়া সোণার পথে ঘোড়া চালিয়ে দ্বারে উপস্থিত হ'বামাত্র দোর খুলে গেল, রাজপুত্র ঘরে ঢুকেই রাজকন্যাকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে যত্ন করে বসালেন, আদর যত্ন খুবই কল্লেন, বিবাহের দিন ঠিক হ'লো, ছোট রাজপুত্র রাজকন্যাকে বিবাহ করে সেই দেশের রাজা হলেন। কিছুদিন রাজকন্যার সহিত সুখভোগ করে শুনলেন যে, তার পিতা তাঁকে ক্ষমা করেছেন। এই কথা শুনে বেশী বিলম্ব না করে তিনি আপনার দেশে ফিরলেন, পিতা তাহাকে দেখে কাঁদিতে লাগিলেন। ছোট রাজপুত্র সমস্ত কথা তাহাকে খুলে বল্লেন, বড় ভাইরা যে তাঁকে ঠকিয়ে তাঁর সর্ব্বনাশ করেছে তাঁর কিছু বলতে বাকী রাখলেন না। রাজা বড় আর মেজো ছেলের উপর খুব চটে উঠলেন, তাদিগে শাস্তি দিবার চেষ্টা করায় তারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কোথায় চলিয়া গেল কেহ বলতে পাল্লে না। রাজা পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাতে লাগিলেন।

রাজভৃত্য বিচক্ষণ।

এক রাজার একটি বড় বিশ্বাসী চাকর ছিল, তার নাম বিচক্ষণ। বিচক্ষণ ছেলেবেলা থেকে রাজসংসারে চাকরী করিত। রাজা তা'কে বড় ভালবাসতেন। ক্রমে রাজা বুড়া হ'য়ে পড়লেন, তাঁকে জরা ধরিল—তিনি মরমর হলেন। মরণ সময় নিকট বুঝতে পেরে তিনি বিচক্ষণকে কাছে ডাকলেন। বিচক্ষণ নিকটে আসিলে রাজা তা'কে বল্লেন—"বিচক্ষণ আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না, রাজকুমার বালক—তুমি রইলে আর রাজকুমার রইল তুমি বই আর কোন বিশ্বাসী লোক নাই। তুমি রাজপুত্রের ভার না নিলে আমার সুখে মৃত্যু হবে না।

বিচক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে বল্লে, আমি কখন তা'কে ছাড়বো না, যতদিন বাঁচবো, তা'র অনুগত হয়ে থাকবো, প্রাণ দিয়ে তাঁ'র কাজ করবো।"

রাজা বল্লেন, এখন আমি সুখে চক্ষু মুদিব। একটী কথা তোমাকে বলবার আছে, আমার মৃত্যুর পরে তুমি রাজপুত্রকে সমস্ত দেখাবে, যেখানে যা' আছে কিছুই বাকী রাখবে না, টাকা কড়ি ধন অর্থ যেখানে যা' আছে সব তুমি জান—হীরা মণি মুক্তা কোথায় কি আছে, কিছু তোমার অজ্ঞাত নাই—সমস্ত দেখাবে, কেবল দেখাবে না সেই ঘরটী—যে ঘরটীতে স্বর্ণদ্বীপের রাজকন্যার ছবিখানি আছে। সেই ছবিখানি দেখ্‌লে রাজপুত্র কোনমতেই স্থির থাক্‌তে পারবে না—তাকে বিবাহ করবার জন্যে ব্যস্ত হ'বে। তার

এই রাজ্যে নানা ভয় বিভীষিকা ঘটতেও পারে—প্রাণও হারাতে পারে।"

মৃত্যুকালে রাজা আপন পুত্রকে ডেকে বিচক্ষণের সাক্ষাতে তা'কে বল্লেন—দেখ রাজকুমার, যদিও বিচক্ষণ চাকর উহাকে সামান্য জ্ঞান করবে না, বিচক্ষণ আমাকে আপদে বিপদে, সুখে সম্পদে কখন কোন রকমে অসন্তুষ্ট করে নাই। উহার কথা শুন্‌বে, বড় বড় মন্ত্রীদের কথা রেখে উহার কথা মত কাজ করবে, তা' হলে সুখী হতে পারবে।" এই সকল কথা বল্‌তে বল্‌তে রাজার চক্ষু মুদিয়া আসিল, তিনি চিরদিনের মত ইহ-সংসার ছেড়ে চলে গেলেন।

রাজার মৃত্যুর পরে রাজকুমার বিচক্ষণের হাতে ধরে কাঁদিতে লাগলেন। বিচক্ষণ তাঁকে অনেক সাহস ভরসা দিয়ে বল্লে—"ভয় কি, আমি আছি, প্রাণ দিয়ে আপনার কাজ করবো। ভয় নাই, কাঁদিবেন না,—এ সময় কাতর হ'লে শত্রু হাসবে।"

রাজার শ্রাদ্ধের পর বিচক্ষণ নুতন রাজাকে বলিল—"চলুন, আপনাকে রাজবাড়ীর যেখানে যা' আছে সব দেখিয়ে আনি।"

রাজা তৎক্ষণাৎ তা'র পিছু পিছু চল্লেন—রাজবাড়ীর মধ্যে বাগান, পুকুর—হাতীশালা, ঘোড়াশালা সমস্ত দেখে শুনে, বাটীর ভিতরের সমস্ত ঘর দালান, শয়নের ঘর বিশ্রামের ঘর, আহারের ঘর, খেলিবার ঘর, নাচগানের ঘর একে একে সব দেখা হ'লো। শেষে সেই ছবির ঘরের কাছে আসিয়া রাজপুত্র জিজ্ঞাসিলেন—"এটা কিসের ঘর?"

বিচক্ষণ।" "এ ঘরটার কথা আর আপনার শুনে কাজ

এই কথায় রাজার কৌতূহল বাড়িল, শোন্‌বার জন্যে ব্যাকুল হলেন, বল্লেন—"বিচক্ষণ, এ ঘর খুলে আমায় দেখাও এখানে কি আছে।"

হাজার হোক, বিচক্ষণ চাকর আর রাজা প্রভু—বারম্বার জেদ করায় বিচক্ষণ নিতান্ত অনিচ্ছায় ঘরের কপাট খুলে দিল। ছবি দেখেই রাজা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন, বিচক্ষণ তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁর মুখে চোখে দিতে তাঁর জ্ঞান হ'লো—বল্লেন, বিচক্ষণ এই রাজকন্যার সহিত যেমন ক'রে হোক তোমাকে আমার বিবাহ দিতে হ'বে—তা'র উপায় কর।

বিচক্ষণ বলিল—এ কথা আগে হ'তেই আমার জানা ছিল, স্বর্গীয় মহারাজ এ ঘর আপনাকে খুলে দেখাতে নিষেধ করে গেছলেন। দৈবাৎ আপনার নজ্‌রে পড়লো।"

রাজা। যাই হৌক, সে কথা ছেড়ে তুমি বিবাহের পথ দেখ, না হ'লে আমি আর এ জন্মে বিবাহ করবে না। আমার মন এই ছবি দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে—গাছের যত পাতা আছে, যদি আমার তত মুখ হয়, তা'তেও এই স্ত্রীলোকের রূপের কথা বলে ফুরুতে পারিনি। আমার প্রাণ যাক আর থাকুক, আমি ইহাকে বিবাহ করবোই করবো—কিছুতেই ছাড়বে না।

বিচক্ষণ অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবতে লাগলো—শেষে বল্লে—"আমি যতদূর জানি, স্বর্ণদ্বীপের রাজকন্যা বড়ই সোণা ভালবাসেন, তাঁহার বসন-ভূষণ পান-পাত্র ভোজন-পাত্র খেলাবার পুতুল পর্য্যন্ত সব সোণার—আমাদের ভাঁড়ারে ত সোণার অভাব নাই; সেই সোণায় গহনা, খেলনা, গাছ, ফুল,

ফল থালা গেলাস বাটী ভাল ভাল জিনিষপত্র গড়ান হৌক, তারপর আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করা যাবে। আপনি ধৈর্য্য ধরুন, ব্যস্ত হবেন না—আমি যেমন করে পারি আপনার কাজ সাধন কত্তে পারবো। ভয় নাই, ভাববেন না।"

বিচক্ষণের কথানুসারে রাজা সমস্ত কারিগর ডেকে সোণার পশু পক্ষী গাছপালা ফুল, ফল বাসন-কোশন গড়তে দিলেন। যত শিগগির সম্ভব তত শিগগির সব প্রস্তুত হ'লে, বিচক্ষণ সে সব একখানি জাহাজে বোঝাই ক'রে আপনি সদাগরের পোষাক পরিল, আর রাজাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে উঠলো, জাহাজ গিয়া স্বর্ণদ্বীপে লাগিল। বিচক্ষণ সোণার সমস্ত জিনিষ পত্রে এক মোট সাজিয়ে মুটের মাথায় দিল, ফিরি কত্তে কত্তে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হ'লো, রাজকুমারী সমস্ত জিনিষ দেখে বড়ই খুসী হলেন। বিচক্ষণ বলিল—"এ সব কি দেখছেন, আমাদের জাহাজে আমার প্রভুর কাছে আরও কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ আছে, দেখলে আপনি পাগল হ'য়ে যাবেন।"

রাজকন্যা সেই সমস্ত জিনিষ আনতে বল্লেন—বিচক্ষণ বল্লে—"দশদিন ধ'রে বইলেও সব আসবে না। আর সে সকল রাখাই বা যা'বে কোথায় ?"

সেই সকল জিনিষ দেখবার জন্যে রাজকন্যার এতই ইচ্ছা হ'য়েছিল যে, তিনি সেগুলি না দেখ্‌লে যেন বাঁচবেন না। অবশেষে বিচক্ষণকে বল্লেন—"আমাকে জাহাজে নিয়ে চল।"

রাজকন্যার অনুমতি পাইয়া রাজবাড়ীর অন্দরের দ্বারে গাড়ী লাগিল, তিনি বিচক্ষণের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হ'লেন। রাজপুত্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র অস্থির হ'য়ে

উঠলেন, মনে মনে বিচক্ষণকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন, আহ্লাদে তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন নাচ্‌তে লাগলো অতিকষ্টে তিনি ধৈর্য্য ধ'রে রইলেন। রাজকন্যা জাহাজে উঠিবামাত্র রাজা তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেলেন—সমস্ত জিনিষ পত্র দেখাতে লাগ্‌লেন। বিচক্ষণ জাহাজের মালিমের কাছে বসে জাহাজ ছেড়ে দিল। জাহাজ পাইলভরে নক্ষত্রের মত ছুটতে লাগলো। রাজপুত্র এক একটী করে থালা ঘটী বাটী গাছ-পালা লতা পশু পক্ষী দেখাতে লাগলেন—রাজকুমারী যে জিনিষ দেখেন তা'তেই চক্ষের পলক হারিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে চেয়ে থাকেন। জাহাজ যে চলচে তা তিনি টেরও পেলেন না, দেখতে অনেক সময় গেল, তবু জিনিষ আর ফুরায় না—শেষে রাজকুমারী সদাগরকে ধন্যবাদ দিয়া বল্লেন, আমার লোক-জন আসিয়া জিনিষ-পত্রগুলি নিয়ে যাবে, তাদের সঙ্গে আপনার চাকরকে পাঠালেই সমস্ত টাকা চুকিয়ে দিব। তা'রা যত জিনিষ লয় সব দিবেন, আমি পছন্দ মত জিনিষের তালিকা একটী নিয়েছি।"

এই বলে তিনি ডেকের উপর এসে দেখেন—জাহাজ চল্‌চে, সমুদ্রপথে অনেকদূর চলে গিয়েছে—পাখীর মত উড়ে চল্‌চে। এই দেখে রাজকন্যা এই বলে কাঁদিতে লাগলেন—"আমি জুয়াচোরের হাতে পড়ে সব হারালেম—আমার সর্ব্বনাশ হ'লো, আর কি দেশে ফিরতে পাবো, আর কি মা বাপকে দেখ্‌তে পাবো। আমার মরণ হ'লেই ভাল ছিল।"

রাজপুত্র তাঁ'কে অনেক সান্ত্বনার কথা বল্লেন—আর বল্লেন যে, আমি সদাগর নই, চোর ডাকাত বা প্রতারকও নই—রাজপুত্র, এখন আপনি রাজা—তুমি যেমন রাজকন্যা,

আমিও তেমনি। আমার নীচকুলে জন্ম নয়, আমার প্রবৃত্তি নীচ নয়, সত্য বটে এরূপ ভাবে তোমাকে আনায় কতকটা প্রবঞ্চনা প্রতারণারই কাজ হয়েছে বটে, কিন্তু সেটার উদ্দেশ্য মন্দ নহে—আমি প্রথমে যখন তোমার রূপ ছবিতে দেখি, তখন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাই—তোমার প্রতি নিতান্ত প্রণয়াসক্তিতেই আমাকে এরূপ জ্ঞানহীন করেছে। এখন সে সকল কথা ভুলে যাও—আমাকে ক্ষমা কর।"

এই সকল কথা শু'নে রাজকন্যা অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। তাঁ'কে বিবাহ কত্তে রাজি হলেন। এই সময়ে বিচক্ষণ জাহাজের অন্যদিকে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছিল। তাঁদের সকল কথায় কাণ দেয় নাই। এমন সময় তিনটা বড় বড় পাখী উড়ে এসে ডেকের একটা ডাণ্ডায় বসিল। পাখী তিনটাকে দেখতে সর্ব্বাঙ্গ সাদা, কালো কাঁটিতে (দাগ) গলার চারদিক ঘেরা, ঠোঁটগুলি লাল টক্‌টকে, চক্ষুও লালবর্ণ, বিচক্ষণ পাখিদের ভাষা বুঝতো। একটা পাখী বল্লে—রাজপুত্র স্বর্ণদ্বীপের রাজকন্যাকে নিয়ে যাচ্চে যাউক।

দ্বিতীয় পাখিটা বল্লে—"রাজকন্যা এখনও রাজপুত্রের নহে!"

তৃতীয়। হয় নাই বা কেমন ক'রে রাজপুত্রের বামে যখন বসেছে।

প্রথম। এ'তে তা'র লাভ কি? যখন তারা তীরে পৌঁছিবে, তখন যে আবলুশ রঙ্গের ঘোড়াটা তা'কে নিয়ে যেতে আসবে তা'র পিঠে চাপিবামাত্র সে আকাশে উড়ে চলে যাবে, রাজকন্যাকে দেখতেও পাবে না।"

দ্বিতীয়। ঠিক কথা—কিন্তু তা'র কোন উপায় নাই?

প্রথম। নাই কেন—যদি এমন কেহ থাকে যে, ঘোড়াটাকে কেটে দুখানা করে ফেলে, তা' হ'লে রাজপুত্র বাঁচিয়া যায় কিন্তু কে তা' করবে বল? যে একাজ করে তাকে বল্‌বে, তাঁ'র পায়ের বুড়া আঙ্গুল থেকে কোমর পর্য্যন্ত পাষাণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়। সত্য, সে কথা আমি আরও বেশী বল্‌তে পারি—ঘোড়াটাকে মেরে ফেল্লেও রাজপুত্র বাঁচবে না, বিবাহকালে রাজপুত্রের জন্য যে পোষাক থাক্‌বে দেখতে যেন রেশমের জমিতে সোণা রূপার জরিতে কাজ করা, কিন্তু সে কিছুই নয়, পরিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে যাবে।

তৃতীয়। আহা—হা, তা'র কোন উপায় নাই?

দ্বিতীয়। নাই কেন, যদি কেহ পোষাকটাকে পুড়িয়ে দিতে পারে, তা' হ'লে রাজপুত্র বেঁচে যায়। তা' হলে কি হয়। যে একথা তাঁকে বল্‌বে, তার কোমর থেকে বুক পর্য্যন্ত পাথর হ'য়ে যাবে।

তৃতীয়। আমি আরও বেশী বল্‌তে পারি, বিবাহের পর বরকন্যায় যখন কুশণ্ডিকা কত্তে বস্‌বে, সেই সময় রাজকন্যা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে, তা'তেই সব ফুরিয়ে যাবে—রাজকন্যা বাঁচবে না। কিন্তু সেই সময়ে যদি কেহ তা'কে ধরে শূন্যে তা'র বুকের তিন ফোঁটা রক্ত বাহির করে দেয়, তা'হলে রাজকন্যা বেঁচে যাবে। কিন্তু যদি কেহ একথা শুনে প্রকাশ ক'রে, তা' হ'লে তার পা হ'তে মাথার চুল পর্য্যন্ত পাষাণ হ'য়ে যাবে।

এই কথা ব'লে পাখী তিনটা উড়ে গেল। বিচক্ষণ পাখীদের

ভাষা বুঝিত, সে আগাগোড়া সবই শুনে ছিল। শোনা অবধি বড়ই বিমর্ষ, প্রভুকে কিছুই বলিল না, কিন্তু মনে ভাবিল, প্রভুকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে যদি তা'র প্রাণ যায়, সে তা'তেও কাতর নয়।

যখন জাহাজ তীরে পৌছিল, একটা আবলুস রঙের ঘোড়া এসে পিঠ পেতে দাঁড়ালো, বিচক্ষণের তা' দেখে পাখিদের কথা মনে পড়লো, সে তখনি ঘোড়টাকে কেটে দুখানা করে ফেল্লে, তা' দেখে সকল লোকই ছ্যাছ্যা কত্তে লাগলো, সবাই বল্লে, কতদিনের পর রাজা বিবাহ ক'রে দেশে এলেন—মঙ্গল কাজে এ অমঙ্গল কেন?"

রাজা বল্লেন—বিচক্ষণ ভাল বুঝিয়াই একাজ করেছে—সে মন্দ করবার লোক নয়।

রাজপুত্র যখন বিবাহ কত্তে বসবেন, ঠিক সেই সময়ে যে পোষাক ছিল, সব সোণা রূপার কাজ করা অতি সুন্দর, দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়, ঝকঝক তক্‌তক্‌ কচ্চে, সেই কাপড় নিয়ে বিচক্ষণ আগুন ধরিয়ে দিল। তা'তেও উপস্থিত লোকেরা ছ্যা ছ্যা কত্তে লাগলো—স্ত্রী লোকেরা বল্লে, এ কেমন কাজ—বিবাহ মঙ্গলের কাজ, বিচক্ষণের এ সকল কাজ ভাল হচ্চে না। মরণকালে বুড়ারাজা না হয় অনেক কালের চাকর বলে রাজপুত্রকে হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন, তা' বলে কি বিচক্ষণ যা' নয় তাই করবে?"

রাজা বল্লেন—"বিচক্ষণ কখন আমার মন্দ করবে না, ও যা' কচ্চে সবই আমার ভালের জন্যেই কচ্চে।"

• কুশণ্ডিকায় বরকন্যা বসিবামাত্র রাজবধুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে

লাগলো—বিচক্ষণ ধাঁ ক'রে তাঁকে তুলে একখানা খাটের উপর ফেলে ডাইনদিকের বুক চিরে তিন ফোঁটা রক্ত বাহির ক'রে দিলে রাজবধূ নিশ্বাস ফেল্‌তে আরম্ভ কল্লেন।

এবার কিন্তু রাজার মনে একটু ক্রোধ জ'ন্মল—যুবতী স্ত্রীর বুক আদুড় করায় তিনি বিচক্ষণের উপর বড়ই নারাজ হ'লেন। চারিদিক থেকে বিচক্ষণের নিন্দাবাদও হ'তে লাগলো, রাজা বিচক্ষণকে হাজতে রাখবার হুকুম দিলেন, কা'ল তার ফাঁসী হবে।

রাজাজ্ঞা অপালন হ'বার নয়—পরদিন সকালে বিচক্ষণকে ফাঁসী কাঠের কাছে লইয়া যাওয়া হ'লো—রাজা উপস্থিত। বিচক্ষণ ফাঁসী কাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—"আমি কিছু বল্‌তে পারি কি ?"

রাজা বল্লেন—"কেন পারবে না, তোমার যা' মনে আছে বল।"

বিচক্ষণ বল্লে—"আমি বরাবর বিশ্বস্তভাবেই মহারাজের কাজ ক'রে আসিয়াছি, কখন বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র অপচয় করি নাই—এই বলিয়া জাহাজে পাখীদের মুখে যে কথা শুনেছিল সব বল্লে। বল্‌তে বল্‌তে তার সর্ব্বাঙ্গ পাষাণ হ'য়ে গেল।

রাজা হায় হায় কত্তে লাগ্‌লেন—কি সর্ব্বনাশ হলো, এমন বিশ্বাসী চাকরকে হারালাম। আমি কি নির্ব্বোধের কাজই কল্লেম। আমি রাজপুত্র হয়ে সত্যের সম্মান রাখতে পাল্লেম না ? রাণীও দুঃখ কত্তে লাগলেন।

আর দুঃখ কল্লে কি হ'বে, বিচক্ষণ ত প্রাণ হারাইল। রাজা

রাখবার ব্যবস্থা কল্লেন। যখনই রাজা সেই ঘরে ঢুকতেন, তখনি সেই পাথরখানি দেখে বল্‌তেন—"আহা! বিচক্ষণ! আর কি তোমায় বাঁচাতে পারবো না—আর কি তুমি আমার সকল কাজে সহায়তা কত্তে পারবে না?" এইরূপ আরও কত রকম দুঃখের কথা বল্‌তেন।

কালক্রমে রাজার দুটী পুত্রসন্তান হ'লো। ছেলে দুটী বড়ও হলো—বড়টীর বয়স ৪।৫ বছর, আর ছোটটী ২ বছরের। এমন সময় একদিন রাণী ছেলেদের কল্যাণে দেবালয়ে পূজা দিতে গিয়েছেন, রাজা আপনার শয়নগৃহে ছেলে দুটীকে নিয়ে খেলা কচ্ছিল, তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই পাথরখানিকে দেখে বল্লেন—আহা বিচক্ষণ, তুমি কি আর মানুষ হ'বে না, আমি যে তুমি না থাকায় নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়েছি, তুমি কেমন করে আবার মানুষ হ'বে, আমি কি কল্লে আবার তোমাকে পাই—পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন কাজ নাই যে, তোমার জন্যে আমি তা না কত্তে পারি।"

বল্‌তে বল্‌তে রাজা শুন্‌তে পেলেন—তোমার এই ছেলে দুটীকে কেটে যদি তাদের রক্ত এই পাষাণে ছড়াতে পার, তা'হলে আমি আবার যেমন বিচক্ষণ তেমনি হই।"

এই কথা শুনে রাজার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো—কিন্তু তিনি ভাবলেন, বিচক্ষণ তাঁর জন্যে কি না করেছে, আপনি পাষাণ হ'য়ে আছে। বিচক্ষণ না থাক্‌লে এমন রাণী কেমন ক'রে পেতাম, কি ক'রে এই ছেলেপুলেও জন্মাতো। এবিষয়ে আর কি দ্বিধা কত্তে আছে? এই ভাবিয়া তিনি তলোয়ার নিয়ে বড়টীর মাথা কাটবার জন্যে তলোয়ার

ভুলেছেন আর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিচক্ষণ বল্লে—"মহারাজ, করেন কি, এই যে আমি আপনার সম্মুখেই আছি।"

রাণী পূজা দিয়া রাজবাটীতে ফিরলে রাজা একটী দোলনায় ছেলে দুটীকে কাপড় ঢাকা দিয়ে রেখে তাঁকে বল্লেন, রাণী, বিচক্ষণ আবার মানুষ হয় যদি ছেলে দুটীকে কেটে সেই রক্তে বিচক্ষণের পাথর ধুয়ে দিতে পারি। এই কথা শুনে রাণীর মাথা হ'তে পা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো, চক্ষু দুটী জলে ভেসে গেল—কাঁদিতে কাঁদিতে বল্লেন—বিচক্ষণের জন্যে সব করা যায়—তাই কর, কিন্তু আমি এখান থেকে সরে যাই।"

এই বলে তিনি পাশের ঘরে যাবেন এমন সময় বিচক্ষণ পাশের ঘরে লুকিয়েছিল, সেই ঘরে আসিয়া দোল্‌না হ'তে ছেলে দুটীকে বাহির করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"রাণী মা, আমরা তিন জনেই বেঁচে আছি।"

রাজা রাণীকে আগাগোড়া সকল কথাই বল্লেন। সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাতে লাগলেন—রাজ্য শুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য কত্তে লাগলো। সকলেই বল্লে—ধন্য বিচক্ষণ, ধন্য বিচক্ষণের প্রভুভক্তি!

স্বর্ণদ্বীপের রাজা।

দিদি মা। শোন বোন তোমরা—মন দিয়ে শোন, কেবল শোনা নয় বুঝে যেও, যেখানটা বুঝ্‌তে না পারবে, আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে আমি সব কথা ভেঙ্গে বলবো।

সর। কেন দিদি-মা—তুমি যেমন ক'রে বলচো এমন করে কেউ উপকথা বলে না—আমরা বেশ বুঝতে পাচ্চি—কেমন বিন্দু, তুই কি বলিস্‌?

বিন্দু। আমিও বল্‌চি, সব বুঝতে পাচ্চি, একটা কথাও ঠেকে না।

দিদি। তবে শোন, আজ একটা গল্প বলি।

একজন সদাগরের একটী ছেলে আর একটী মেয়ে ছিল। দুটীই ছোট, এত ছোট যে তাদিকে একলা ছেড়ে দিতে পারা যায় না। সদাগরের দুখানি জাহাজ ছিল, বেশী লাভের আশায় সদাগর তার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে ব্যবসার জিনিষ বোঝাই করে পাঠিয়েছিল, সমুদ্রপথে যেতে যেতে দুখানি জাহাজই ভরা ডুবি হ'য়ে গেল। সদাগর সর্ব্বস্বান্ত হলো—তার আর কিছু রইলো না, কেবল একটুক্‌রা ভূমি ছিল,—তাই মাত্র ভরসা; সদাগর সময়ে সময়ে সেখানে বেড়াতে যাইত। সদাই দুঃখের চিন্তায় মুখ মলিন, নাশায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত কথায় কথায়—একদিন এক বামন তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "সদাগর, তোমাকে সর্ব্বদা বিমর্ষ দেখি কেন বল দেখি? তোমার কিসের দুঃখ?"

সদাগর উত্তর কল্লে—"ওকথা আর তুলো না, বল্‌তে আমার বুক ফেটে যায়। যদি তুমি আমার দুঃখ দুর কত্তে পার, তবে তোমায় বলি।

বামন বল্লে—"কল্লেও কত্তে পারি—বলই না কেন।"

বামনের কথায় সদাগর সমস্তই বামনকে খুলে বল্লে। বামন বল্লে, তোমাকে একটী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হ'বে, আর কিছুই নয়।

সদাগর বল্লে, কি প্রতিজ্ঞা বল ?

বামন। আজ ঘরে ফিরে গিয়া যা আগে দেখবে, বার বছর পরে তাই আমাকে দিতে হবে, এ কথায় রাজি আছ ?

সদাগর ভাবিল, এ আর বড় কথা কি—বাড়ী ফিরে সম্ভবতঃ পোষা কুকুরটাই দেখবো—সেইটাই তো দিন দিন ফিরে গেলে পায়ের কাছে আসিয়া ল্যাজ নেড়ে পাশে পিছে ঘুরে বেড়ায়, সেটাকে দেওয়া বইতো নয়। কিন্তু সদাগরের শিশু-পুত্র আর কন্যাটীকে মনে পড়লো না। সদাগর বামনের কথায় রাজি হয়ে অঙ্গীকার-পত্র লিখে সহী করে দিল।

সদাগর আপন বাড়ীর কাছে আস্‌তে না আস্‌তে তার ছেলেটী আসিয়া উপস্থিত হ'য়ে "বাবা" বলে কাপড় ধল্লে। সদাগরের বুক ঢিপ ক'রে উঠলো, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে গেল। বামনের কাছে সত্যবদ্ধ হ'বার কথা মনে পড়লো। কিন্তু বামনের টাকাও আসিয়া পৌঁছিল না। এই ভেবে তা'র মনটায় একটা সান্ত্বনা জন্মিল। বামন তার সঙ্গে চালাকী খেলেছে ব'লে মনে হতে লাগ্‌লো।

মাস খানেক পরে একদিন সদাগর আপনার একটা ঘরে কতকগুলা লোহার জিনিষ ছিল, প্রয়োজন বশতঃ আন্‌তে গিয়ে দেখে, সেগুলা সব সোনা হ'য়ে গেছে। সেই সোনা বিক্রয় ক'রে সদাগরের যে ধন সঞ্চয় হ'লো, তায় আগেকার অপেক্ষা খুব বড় কারবার চল্‌তে লাগ্‌লো। তার ছেলেটী ক্রমে বড় হ'তে লাগ্‌লো, বার বছর শেষ হ'তে আর বেশী বিলম্ব নাই, সদাগর তাই ভেবে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। ভাব্‌তে ভাবতে তার মুর্ত্তি কাহিল হ'য়ে পড়্‌লো। তার

ছেলেটী বাপকে দেখে একদিন তাকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"বাবা, দিনে দিনে আপনাকে বড় রোগা দেখ্ ছি—মুখ যেন কালো হয়ে যাচ্চে—কারণ কি? বোধ হয় আপনার মনে একটা দুশ্চিন্তা আছে—কি আমাকে খুলে বলুন?

সদাগর কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্লে, বাবারে, আমি একটী বড় কুকাজ করেছি। তুমি যখন ছেলেমানুষ, তখন আমার দুখানা জাহাজ ডুবিতে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যাই, কিছুই ছিল না—বড়ই দুর্দ্দশা হয়; তখন ধনের জন্তে না বুঝে সুঝে একটা বামনের কাছে তোমাকে বেচে বিক্রয়ের অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিয়েছি। বার বছর পরে তোমাকে তার হাতে দিতে হবে। বার বছরের তো আর বেশী বিলম্ব নাই। তাই ভেবে ভেবে আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্চে। কি করি, ভেবে কোন উপায় পাচ্চিনে।

পুত্র বল্লে—এরই জন্তে আপনার এত ভাবনা—সে সকল কথা ভুলে যান। আমি তার উপায় কর্‌বো—সে আমাদের কিছু কত্তে পার্‌বে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।

বার বছর পূর্ণ হ'লে পিতা পুত্রে বামনের কাছে উপস্থিত হ'য়ে, ছেলেটী মাটীতে একটী গোল দাগ কেটে আপনি বাপকে নিয়ে তা'র মধ্যে দাঁড়াল। বামন আসিয়া সদাগরকে বল্লে—"কেমন, তুমি যা অঙ্গীকার ক'রেছিলে তা এনেছ? বৃদ্ধ সদাগর নীরব রহিল, কোন উত্তর দিল না। পুত্র বল্লে—"তুমি কি চাও?" বামন বল্লে—"আমি তোমাকে বল্‌চি না—তোমার বাপকে বল্‌চি।"

পুত্র উত্তর কল্লে—"তুমি আমার বাপকে প্রতারণা করেছ। তাকে খতখানা ফিরে দাও।"

বামন বল্লে—"আমি কোনমতে আমার দাবী ছাড়্‌বো না, যেমন করে পারি আদায় কর্‌বো।"

শুভ্র। কেমন ক'রে আদায় কর্‌বে কর দেখি।

এই নিয়ে বড়ই বিবাদ বাধিল—শেষে স্থির হ'লো যে, সমুদ্রের উপর একখানি নৌকার উপর ছেলেকে নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধ সদাগর আপনার হাতে তা'কে ঠেলে ফেলে দিবে। দিয়ে আপনি তা'র দিকে ফিরে না চেয়ে ডাঙ্গায় পড়্‌বে। ছেলেটী বাপকে প্রণাম করে পায় ধুলা নিয়ে নৌকায় উঠলো, বাপ ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ডাঙ্গায় লাফিয়ে পড়্‌লো। নৌকাখানা একপেশে হ'য়ে গেল। সদাগর ভাবলে, ছেলে জলে ডুবে গেল, বাঁচলো না! এই ভেবে সদাগর চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ঘরে ফির্‌লো।

কিন্তু নৌকাখানি ডুবলো না, সদাগরের ছেলে নিরাপদে নৌকায় বস্‌লো, নৌকা গিয়া এক দ্বীপে পৌঁছিল। সদাগরের ছেলের নাম হিমু। নৌকা ডাঙ্গার নিকট যেতে না যেতে সে লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় উঠলো। সম্মুখেই এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা, তায় প্রবেশ কল্লে—করে দেখে, তাতে জনপ্রাণী নাই। বাড়ীটী যাদুকরীতে তৈয়ারি। হিমু সকল ঘরে বেড়াতে বেড়াতে একটী ঘরে এক গোখুরা সাপ দেখতে পেলে। সেই সাপটীও যাদুকরীতে প্রস্তুত। এক রাজকন্যা (সাপটী) হিমুকে দেখে বল্লে, অবশেষে তুমিই আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে। তোমার জন্যে আমি গোটা বারটী বছর অপেক্ষা কর্‌চি। শুন বলি—আজ রাত্তিরে বারজন লোক আস্‌বে, তাদের সর্ব্বলেরই মুখ

জিজ্ঞাসা কর্বে—তুমি কেন এখানে? তুমি কোন উত্তর দিবে না, চুপটী ক'রে থাক্‌বে, তারা যা কর্বে কিছু বলো না—মার্বে, নানা রকমে যাতনা দিবে। সব সহ্য কর্বে, কোন কথাটী বল্‌বে না। দুই প্রহরের সময় তা'রা থাক্‌বে না, চলে যাবে। পরদিন আর বারজন আস্‌বে। তিনদিনের দিন চব্বিশজন আস্‌বে—তা'রা, এমন কি, তোমার মাথা কেটে ফেল্‌বে। রাত্তির দুপরের সময় কেউ থাক্‌বে না, আমি নিরাপদ হ'বো, তার পর আমি শান্তিজল আনিয়া তোমায় বাঁচাবো।

সেই কন্যা যা' যা' ব'লেছিল সব হ'য়ে গেল। সদাগর-পুত্র একটী কথাও কইলে না—নীরব ছিল। তৃতীয় রাত্রিতে রাজকন্যা আসিল, শান্তিজল দিয়ে স্বামীকে বাঁচাইল। খুব ধুমধামে রাজকন্যার সঙ্গে সদাগর-পুত্রের বিবাহ হ'য়ে গেল। সেইদিন থেকে সদাগর-পুত্র স্বর্ণদ্বীপের রাজা।

এইরূপে কিছুদিন বড়ই সুখস্বচ্ছন্দে যায়, তা'দের একটী পুত্র সন্তান হ'লো। রাজার বাপ মা'কে মনে পড়্‌লো—ক্রমে তা'কে অস্থির হ'তে হলো। সে কথা রাণীকে বল্লে পর রাণী কিছুতেই রাজি হলেন না—রাজাও ছাড়লেন না, মনের পীড়া বিশেষ বাড়াতে রাণী মত দিলেন, কিন্তু বল্লেন, "যাচ্চো যাও, বিপদ ঘট্‌বে।" এই কথা ব'লে রাজার হাতে একটী আংটী পরিয়ে দিয়ে আবার বল্লেন—এই আংটী তোমার কোন অভাব রাখ্‌বে না—যা চাইবে তাই পাবে, কিন্তু একটী কাজ কর্বে না,—সেখানে আমাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা করো না। রাজা তা'তেই স্বীকার কল্লেন।

দেখেন—তাঁর পিতার গাড়ীর দরজায় হাজির। কিন্তু দরওয়ান বাড়ী প্রবেশ কত্তে দিল না, কারণ তাঁর বিদেশীর পোষাক, ভাব ভঙ্গি সবই বিদেশী। রাজা কি করেন, একজন চাষার বাড়ী গিয়ে তাদের একটা পোষাক পরে পিতার নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর পিতা তা'কে চিন্‌তে পারলেন না। রাজা আপনার পরিচয় দিলেন—স্বর্ণদ্বীপের রাজা হয়েছেন, এ কথাও বল্লেন—সদাগর কিছুতেই বিশ্বাস কল্লেন না—বল্লেন, তোমার গরিব চাষার বেশ কেন, রাজবেশ রাজৈশ্বর্য্যের কিছুই ত দেখ্‌তে পাচ্চিনে, কেমন করে বিশ্বাস করি, যে তুমি রাজা। আমার একটী মাত্র ছেলে ছিল, সে ত অনেক দিন জলে ডুবে মরে গেছে।"

রাজা। আপনার ছেলের গায়ে এমন কোন চিহ্ন ছিল না যে আপনি তা'কে চিন্‌তে পারেন?

সদাগরের পত্নী বল্লেন—হাঁ, আমার ছেলের ডান বগলে একটী বড় আঁচিল ছিল। রাজা তা'ই দেখালেন। তার তাঁদের বিশ্বাস হ'লো, ছেলে ব'লে স্বীকার কল্লেন। নৌকা হ'তে তিনি সমুদ্রে ডুবে মরেন নাই, সেই নৌকায় চড়ে কেমন করে স্বর্ণদ্বীপে পৌঁছে, কেমন ক'রে রাজা হ'লেন, সমস্ত বল্লেও পিতামাতা সে কথায় বিশ্বাস কল্লেন না। যদি রাজা হয়ে থাকেন, অন্য কোন ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজা হ'তে পারেন—স্বর্ণদ্বীপের রাজা হওয়া বহু তপস্যার ফল, তা কখন সম্ভব নয়।

এই কথা শোনবামাত্রে রাজা, রাণীর কথা ভুলে গিয়ে আংটীকে বল্লেন—"রাণী ও রাজপুত্রকে আনিয়া দাও।" বলবামাত্র রাণী ও রাজপুত্র সম্মুখে উপস্থিত। সদাগর ও

সদাগরের পত্নী দেখেই অবাক! বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম কল্লেন—সদাগরপত্নী বধূ ও পৌত্রকে কোলে নিয়ে মুখে চুম খেলেন—অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে কোথা বসাবে, কি খাওয়াবে এজন্যে মাগী বিব্রত হয়ে উঠলো। স্বর্ণদ্বীপের রাজকন্যা বউ, যা তা কথা নয়—যার সোনার খাট চৌকি, ঘটী বাটী থালা গেলাস সব সোনার।

সদাগরপত্নী বড়ই ব্যস্ত বিব্রত—রাণী বড়ই দুঃখিত, তাঁর কোনমতে ইচ্ছা ছিল না যে, সদাগর শ্বশুর তার নিকট খর্ব্বতা স্বীকার করেন—স্বামী হ'তে সে কাজ হ'য়ে গেল—এজন্য তিনি বড়ই দুঃখিত, এমন কি, তাঁর চক্ষে জলও আসিল। স্বামীকে বল্লেন—এমন কাজও করে—আমি তোমাকে বার বার একাজ কত্তে বারণ ক'রে দিলাম, তুমি সে কথা শুনলে না—দেখবে পরে, আবার মস্ত বিপদ তোমার উপর দিয়ে চলে যাবে।"

রাজা কাতর ভাবে রাণীকে সান্ত্বনা কল্লেন—অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইলেন। রাণী সন্তুষ্ট হ'লেন, কিন্তু মনে মনে স্থির কল্লেন, ইহার প্রতিশোধ নিতে হবে।

রাজা স্ত্রী পুত্র নিয়ে সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রতীরে রাণীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাণী ভাবলেন, রাজাকে জব্দ করবার এই সময়—আর দেরি না করে রাজার হাত হ'তে আংটিটী খুলে নিলেন আর ছেলেটার হাত ধ'রে বল্লেন, আমাদিগকে স্বর্ণদ্বীপে নিয়ে চল্।

বলতে না বলতে তাঁরা মায়ে পোয়ে স্বর্ণদ্বীপের রাজবাড়ীতে উপস্থিত। ঘুম ভাঙ্গিলে রাজা দেখ লেন—রাণী নাই, পুত্র নাই,

হাতে আংটীও নাই। তখন তিনি মহা বিপাকে পড়্‌লেন, ভাবলেন—আর ত আমি পিতৃভবনে ফির্‌তে পারি নে। পিতা মাতা আমাকে যাদুকর মনে কর্‌বেন, এখন আর উপায় কি! যত দিন না কোন উপায়ে স্বর্ণদ্বীপে পৌঁছিতে পারি, ততদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান বই আর উপায় কি! ইহাই স্থির ক'রে তিনি যে দিকে দু-চক্ষু যায় সেইদিকে যাইতে আরম্ভ কল্লেন। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন এক পাহাড় তলিতে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন—তিনটা রাক্ষস—তারা তিন ভাই—পিতৃ-সম্পত্তি ভাগ করিতে না পেরে রাজাকে বল্লে—"ওহে ভাই, আমরা জানি, বেঁটে মানুষের বুদ্ধি বড়—অতএব এস, আমাদের পিতৃধন ভাগ করে দাও।"

সম্পত্তির মধ্যে একখানি তলোয়ার—যাকে বলবামাত্র হাজার হাজার লোকের মাথা কেটে ফেলে। একটা জামা—গায়ে দিবামাত্র অদৃশ্য হওয়া যায়। যার যেমন ইচ্ছা তেমন হওয়া যায়। এক যোড়া জুতা—পায়ে দিবামাত্র যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছান যায়।

রাজা বল্লেন—আগে এই সব জিনিষ ব্যবহার করে দেখা যাক, তা না হলে কেমন ক'রে মূল্য নির্দ্ধারণ হ'বে। সর্ব্বাগ্রে তা'রা তাঁকে জামাটী দিল, সেই জামা গায়ে দিয়ে রাজা একবার উড়ে অদৃশ্য হলেন—তার পর তলোয়ারখানা চাইলেন, রাক্ষসেরা বল্লে—তুমি অঙ্গীকার কর যে, আমাদের মাথা উড়িয়ে দিবে না। রাজা তাই কর্‌লেন। একটা গাছকে দিয়ে পরীক্ষা হলো। তার পর জুতা—চাহিবামাত্র পেলেন। এখন তিনই তাঁর হস্তগত। মনে কল্লেন—স্বর্ণদ্বীপে যাবেন। মনে কর্‌বামাত্র

স্বর্ণদ্বীপের রাজবাড়ীর দরজায় হাজির। রাক্ষসেরা নির্ব্বোধের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, তাদের বিবাদ মিটলো, পিতৃসম্পত্তি সবই হস্তান্তর হ'য়ে গেল। রাজা রাজবাড়ীর ফটকে গিয়ে শুন্‌লেন—রাণীর আবার বিবাহ হবে। এ কথাটা রাণীই রটিয়েছিল—কারণ, এ কথা শুন্‌লে রাজা কোন রকমে না কোন রকমে আস্‌বেন। এ কথা শুনে রাজা সেই জামাটী গায়ে দিয়ে অদৃশ্যভাবে রাণীর খাবার ঘরে উপস্থিত হলেন, রাণী তখন খেতে বসেছিলেন।

তিনি রাণীর পাশে গিয়ে বসলেন, রাণীর পাতে যা' ছিল সব তিনি খেয়ে ফেল্লেন। দাসী আবার আনিল—রাণীর খাওয়া হ'তে না হ'তে সব ফুরিয়ে গেল। রাণী রাগে দুঃখে উঠে পড়্‌লেন—ভাবলেন, আবার যাদুমন্ত্রে কে কি কল্লে—আজ রাজা থাক্‌লে এ বিপদ ঘটতো না—আমি সাপ হ'য়ে কত কাল ছিলাম, তিনিই ত আমায় মুক্ত ক'রেছিলেন। হায়! কেন আমি রাজাকে প্রতারণা কল্লেম।"

এই সব কথা শুনে রাজা গায়ের জামা খুলে বল্লেন—তুমি স্ত্রীলোক হয়ে আমাকে জিতবে?

রাজাকে দেখে রাণীর আহ্লাদের সীমা নাই। রাণীর বিবাহের সংবাদ শুনে, যে রাজা এসেছিল, তা'কে বিদায় দেওয়া হ'লো। বর রাজা ছাড়িল না—সৈন্য সামন্ত অনেক তার সঙ্গে ছিল, সকলে বলপ্রকাশ কত্তে লাগলো। স্বর্ণদ্বীপের রাজা তখন আপনার তলোয়ারখানাকে বল্‌বামাত্র তা'দের সবার মাথা উড়ে গেল। রাজা রাণীকে নিয়ে সুখে রাজত্ব ভোগ কত্তে লাগ্‌লো।

দিদি-মা। দিদি, আজ তোমাদিগকে যে গল্প শুনালেম, তাহা বোধ হয় শেষ।

শিবানী। কেন দিদি-মা ?

দিদি-মা। কাল আমাকে তীর্থযাত্রা কত্তে হ'বে। জামাই রেলে কাজ করেন, কালকা পর্য্যন্ত ছয় জনের পাশ পেয়েছেন, রেলভাড়া লাগবে না, কেবল তীর্থের খরচা লাগবে। তা'ও জামাই দিবেন ব'লেছেন। ছেলে জামাই একই, তায় আর দোষ কি ?

শিবা। না, তায় দোষ নাই, তবে আমাদের গল্প শুনাও বোধ হয় বন্ধ হলো।

দিদি-মা। না, তা হ'বে কেন, তোমার পিসি-মা রোজ সন্ধ্যাবেলা আমার মত তোমাদিগকে নিয়ে গল্প বলবেন।

সরলা। তবে আর ভাবনা কিসের ? দিদি-মা, ভালয় ভালয় ফিরে এসে আবার আমাদিগকে গল্প বলবে ?

দিদি-মা। হাঁ, বলবো বইকি।

পরদিন সন্ধ্যাকালে শিবানীর পিসি মা গল্প বলিতে বসিয়া এই গল্পটী আরম্ভ করিলেন।

হীরামতি।

বিন্ধ্যাচলের কাছে দশার্ণ দেশ—সে দেশের রাজা খুব ধার্ম্মিক। তাঁর রাজ্যে বাস করে কারো দুঃখ নাই—ধনে ধানে সকলেই সুখী। রাজা প্রতিদিন বৈকালে রাজ্যের নানা স্থানে ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, কেহ সঙ্গে থাকে না—এমন রাজার এক গাছি চুল পর্য্যন্ত নষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কে করিবে? কাজেই একলা বেড়াতে রাজার কিসের ভয়? রাজা একদিন একগ্রামে বেড়াইতে ছিলেন। দেখলেন, তিনটী কন্যা বলাবলি কচ্চে—একজন বলচে, দেশের রাজার খানসামা যদি আমাকে বিয়ে করে, তা হলে আমি আর কিছু চাই না, অপরে বল্লে, রাজার রাঁধুনী বামুন যদি [illegible] বিয়ে ক'রে, তা' হ'লে আমি আর কিছু চাই না। শেষেরটী বল্লে—রাজা যদি আমাকে বিয়ে করেন, তা' হ'লে আমার মনের সাধ মিটে। তাহারা তিনজনে তিনভগ্নী, একমায়ের পেটের। মেজো মেয়েটী ছোটর কথা শুনে বল্লে—তোমার যে রূপ, রাজা বিয়ে কর্‌বেন, তার আর আশ্চর্য্য কি—কিন্তু বোন, কেবল রূপে রাজরাণী হওয়া যায় না—গুণ চাই—তা' তোমার এমন কি গুণ আছে যে, রাজরাণী হ'তে পারবে? ছোট বোন বল্লে—আমি বাবার কাছে শুনেছি—আমার এমন দুই ছেলে হ'বে যে, তারা হাস্‌লে মাণিক আর কাঁদ্‌লে মুক্তা পড়বে—আর একটী কন্যা হবে সেও তাদের মত হাসলে মাণিক আর কাঁদ্‌লে মুক্তা পড়বে।

রাজা তিনজনের কথা শুনে একজনকে জিজ্ঞাসায় তাদে[illegible]

তিনটী কন্যার মধ্যে বড়টীর সঙ্গে আপনার খানসামার, মেজো-টীর সঙ্গে রাঁধুনী বামুনের বিবাহ দিয়ে কিছুদিন পরে ছোট-টীকে আপনি বিয়ে কল্লেন। অনেকদিন গেল, নূতন রাণীর গর্ভ হলো না দেখে রাজা ভাবলেন, রাণীর কথা সফল হলো না। কি করিবেন—যা হয়ে গেছে তার তো চারা নাই। অবশেষে রাণী গর্ভবতী হল্লেন—গর্ভকাল পূর্ণ হলে রাজা রাণীর ভগ্নী দুটীকে রাজবাড়ীতে আন্‌লেন, রাণীর প্রসবকাল নিকট, এ সময় সূতিকা-ঘরে তাঁর ভগ্নী দুটী বই আর কেহ রহিল না। তাদের স্বভাব চরিত্র যে উঁচু নয়, তাতো বিয়ের বেলাই বুঝা গেছে। হিংসায় তাদের মন ভরা—রাণীর প্রসববেদনাকালে দুজনে যুক্তি আঁট্‌লে, আর রাণীকে বল্লে, প্রসববেদনা কালে যদি চোখে সাত পুরু কাপড় বাঁধ, তবে অতি শীঘ্র সুপুত্র ভূমিষ্ঠ হ'বে। রাণী তাই কল্লেন, কিন্তু প্রসব মাত্র শিশু পুত্রটীকে সরিয়ে ভগ্নিরা একটী কুকুর ছানা দেখাইল। রাজা আঁতুর ঘরে এসে দেখলেন, রাণী কুকুর ছানা প্রসব করেছেন, বড় দুঃখিত মনে ফিরে গেলেন। রাণী আবার গর্ভবতী হলেন। এবারেও ভগ্নিরা রাণীর চোখে সাত পুরু কাপড় বেঁধে প্রসবের পর একটী বেড়াল ছানা দেখালে। তিন-বারের বার একটী পরমা সুন্দরী কন্যা হলো, কিন্তু রাণী দেখলেন, একটী কাঠের পুতুল। ছেলে দুটী ও কন্যাটী প্রসব হবামাত্র রাণীর ভগ্নিরা এক একটী হাঁড়িতে পুরিয়া নদীর জলে ভাসিয়ে দিত। বহু দূরে রাণীর একটী বাগান ছিল, সেই বাগানের মালী ছেলে দুটীকে আর মেয়েটীকে নিয়ে প্রতিপালন

কাঁদলে মুক্তা পড়ে। মালীর মালিগিরি না কল্লেও চলে। ছেলে দুটীর বড়টীর নাম হীরা, ছোটটীর নাম মতি রাখিল। রাজা কিন্তু রাণীকে আর রাণী রাখলেন না, গোশালার চাকরাণী করে দিলেন। রাণী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে গোশালায় গরুর সেবা করেন, আর খেতে পরতে পান। ক্রমে মালী ও মালিনী মারা গেল। ভাই দুটী ও ভগ্নিটী তিনজনে বাগানটীর গাছ পালা দেখে, সময়ে সময়ে রাজার দরকার হলে ফুল ফল পাঠিয়ে দেয়। ধন অর্থের অভাব না থাকলেও তারা বড়ই দুঃখিতমনে কাল কাটায়; বাপ নাই, মা নাই, অভিভাবক বলতে কেউ নাই—মালী মালিনী ছিল তারাও মারা গেল।

একদিন এক বুড়া বামুন, মহা তেজস্বী, দেখলে মনে হয় যেন গা দিয়ে আগুনের আলো বার হচ্ছে, তাদের কাছে এসে বল্লেন, দেখ, যদি তোমরা এই বাগানে তিনটী জিনিষ আনতে পার, তা হলে এ বাগান স্বর্গের নন্দনবাগানের মত হয়, তা পারবে কি? পাল্লে তোমাদের সুখ সম্পদের অভাব হয় না।

বড় ভাইটী জিজ্ঞাসা কল্লে, ঠাকুর আজ্ঞা করুন, কি কি তিন জিনিষ, আর কিরূপেই বা সেই তিন জিনিষ আনতে পারি?

ব্রাহ্মণ বল্লেন, নৃত্যকারী বৃক্ষ, মৃতসঞ্জীবনী জল, ভূত-ভবিষ্যৎ ভাষী পক্ষী, এই বাগানের বহুদূরে নদীতীরে এক ঋষি তপস্যা করেন, তিনি উপায় বলে দিতে পারেন।

বলতে বলতে ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হলেন, আর দেখতে পাওয়া গেল না।

বড় ভাইটী একদিন সেই তপস্বীর কাছে গিয়ে তাঁর তপো-

হয়ে গেল। কিন্তু তপস্বী মনে ভাবলেন, কাজটা ভাল হ'ল না, কোথা হতে মৃতসঞ্জীবনী জল নিয়ে তার গায়ে ছড়াবামাত্র সে প্রাণ পেলে, পেয়ে তপস্বীকে জিজ্ঞাসা কল্লে, ঠাকুর, মৃতসঞ্জীবনী জল, ভূত-ভবিষ্যৎ বক্তা পক্ষী, আর নৃত্যকারী বৃক্ষ কোথা, কেমন করে পাই বলুন?

তপস্বী বল্লেন, আমি উপায় বলে দিচ্চি, কিন্তু পার্‌বে না। ঐ যে পাহাড় দেখতে পাচ্চো, ঐ পাহাড়ের মাথার উপর এক পুকুর আছে, মৃতসঞ্জীবনী জল তাতেই পাবে, তার তীরে এক গাছ আছে, সেই গাছই নাচে, আর সেই গাছের ডালে ভূত-ভবিষ্যৎ বক্তা পক্ষী আছে। কিন্তু পাহাড়ে উঠবার সময় যদি পিছু ফিরে চাও, তা হলে পড়ে মর্‌বে।

হীরা পাহাড়ের দিকে চল্লো, ক্রমে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলো। যতই উঠে, ততই পিছন দিকে বড় মিষ্ট শব্দ শুনতে লাগলো, কিছুতেই মনকে স্থির রাখ্‌তে পাল্লে না, শেষে পিছন পানে ফিরে না দেখে থাক্‌তে পার্‌লে না। পিছে দেখবামাত্র মরে পড়ে গেল। কিছুদিন যায়, মতি দাদার উদ্দেশে বেরুলো, পথে সেই তপস্বীকে দেখিল, দাদা যেমন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে মারা গিয়াছিল, সেও সেইরূপে ভস্ম হইল, তপস্বীর দয়ায় দাদার মত বাঁচিল। তপস্বীকে সেই তিনটী জিনিষের কথা জিজ্ঞাসা কল্লে, তপস্বীও আগেকার মত পাহাড় দেখিয়ে দিয়ে বলে দিলেন, "কিছুতেই পিছু ফিরে দেখিও না, তোমার দাদা পিছু দিকে চেয়ে দেখে মরে পড়ে আছে। তুমিও যেন সে রকম করে মরে যেও না।"

মতি ঘোড়ার পিঠে চাপ্‌লো। পাহাড়ের কাছে গিয়ে তার

উঠতে লাগলো, যত উপরে উঠে, ততই এক মধুর শব্দ শুনতে পায়। মতিও আপনার মনকে ঠিক রাখ্‌তে পারলে না—ভগবান সংসারের লোককে এই রকমে লোভ দেখিয়ে পরীক্ষা করেন। মতি দাদার মরণের কথা বারবার মনে করে যতই ফিরে দেখবে না মনে করে, শব্দ ততই মধুর হ'তেও মধুর লাগতে লাগলো। শেষে ভাবলে, মরি আর বাঁচি, ফিরে দেখি; এই ভেবে যেমন পিছু ফিরিল, অমনি মরিল, অমনি পড়ে গেল।

আবার কিছু দিন যায়, মেয়েটী একা থাকিতে পারে না—ভাই দুটী কোথা গেল, কি হলো সদাই এই ভাবে। ভাবতে ভাবতে একদিন ঠিক কল্লে, কপালে যাই থাক—ভায়ারা যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে যাবো, এই ভেবে একটী ছোট ঘোড়ার উপর চ'ড়ে, এখন যেমন রেলপথ হওয়ায় লোকের হাঁটিবার কষ্ট গেছে, তখন ত রেলগাড়ী ছিল না, মেয়ে পুরুষে ঘোড়ায় চেপে এদেশ ওদেশ যেতো। মেয়েটীর নাম মল্লিকা—মল্লিকা পথে যেতে যেতে সেই তপস্বীকে দেখ্‌তে পেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে, "ঠাকুর! দয়া করে আমায় বলে দিন—কি উপায়ে আমি ভূত ভবিষ্যৎবক্তা পাখী, নৃত্যকারী বৃক্ষ আর মৃতসঞ্জীবনী জল পাবো?"

তপস্বী একটু হেসে বল্লেন—"তুই আবার শেষে মত্তে এলি! যা, তুই আন্‌তে পারবি। ঐ যে পাহাড় দেখছিস, ওর উপর উঠে যাবি, খানিক দূর উঠলেই এক বড় পুকুর দেখ্‌তে পাবি—তারই জলে মরা জীবজন্তু, গাছপালা সব বাঁচে, সেই পুকুর থেকে জল পাবি—তার পাড়েই দেখবি,

একটা প্রকাণ্ড গাছ নাচে, দেখ্‌বি তার তলায় অনেক চারা হয়েছে, সেগুলাও নাচে, আর নৃত্যকারী গাছের উপর যে একটী পক্ষী বসে আছে দেখবি, সেই ভূত-ভবিষ্যৎ-বক্তা পাখী, গাছকে আনলে পাখীও আসবে। যা—খুব সাবধানে, কিছুতেই পিছু ফিরে দেখিস না। তা হ'লেই ভাইদের মত মরে পড়ে থাকবি।"

মল্লিকা জোরে ঘোড়া চালিয়ে দিল, দেখতে দেখতে পাহাড়ের তলায় গেল, ক্রমে উঠতে লাগলো, পথে দেখলে, ভাই দুটী মরে পড়ে আছে। দেখবা মাত্র চোখ ফিরিয়ে নিলে, যেতে যেতে সুমুখে এক পুকুর দেখতে পেলে, পুকুরের জল যেন আরসী—ঝক্ ঝক্, তক্ তক্ কচ্চে। বাতাসে ঢেউ খেলাচ্চে, মনে হচ্চে, যেন ঢেউগুলি হীরার কুঁচা মাখান। আগেই ত এক ঘটী জল নিল, তার পরে দেখে, ঘাটের পাশে একটী গাছ, তা'র উপর ভূত-ভবিষ্যৎ বক্তা পাখী ব'সে আছে। পাখীর রূপে যেন গাছটী আলো হয়েছে। তপস্বী গাছকে প্রণাম করবার মন্ত্র বলে দিয়েছিলেন, তার ভাই-দিগকেও বলে দিয়েছিলেন। সেই মন্ত্র ব'লে গাছটীকে প্রণাম করবামাত্র, গাছটী তার পিছু পিছু যেতে লাগলো, পথের মধ্যে মল্লিকা ভাই দুটীকে বাঁচিয়ে নিল। ফিরবার সময় তিন জনে তপস্বীকে প্রণাম ক'রে দেশে এলো, আসবার দু-চার দিন পরে দেশময় রব হয়ে গেল, মালী পুত্তুররা ভূত-ভবিষ্যৎ বক্তা পাখী, নৃত্যকারী গাছ এনেছে। এ কথা ক্রমে রাজার কাণে উঠ্‌লো—রাজার আপনারই সেই বাগান, রাজা আসবামাত্র পাখিটী রাজাকে বল্লে—"মানুষ কখন কি কাজের

পুতুল প্রসব করে, না.কুকুর বিড়াল বিয়ায়! রাজবুদ্ধি, রাজা এ কথা বুঝলেন না, অনুসন্ধান কল্লেন না।" এই কথা বলবামাত্র হীরু হেসে উঠলো, সে হাসবামাত্র মাণিক পড়তে লাগলো, পাখিটী আগাগোড়া সব কথা বলে দিলে, রাণী যে গোশালার চাকরাণী, সে কথা শুনবামাত্র মল্লিকা কাঁদতে লাগলো, কাঁদবামাত্র চখের জল মুক্তা হয়ে পড়তে লাগলো; রাজা তখন তা'দিগকে আপনার ছেলে মেয়ে বলে জানতে পাল্লেন, তা'দিগকে ঘরে নিয়ে গেলেন, খানসামার স্ত্রী আর রাঁধুনী বামুনের স্ত্রীকে এনে দুটা গর্ত্তে, নীচে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেল্লেন, রাণীকে গোশালা থেকে আনিয়ে অন্দরে নিয়ে যান, এমন সময় রাণী বল্লেন—'আমাকে পাটরাণী করে বাম পাশে আর আমার ছেলে দুটীকে ডান পাশে বসাও, তবে তোমার অন্দরে যাবো।"

রাজা আর তা' না ক'রে থাকতে পাল্লেন না, রাণী অন্দরে গেলেন—রাজা রাণীকে আর ছেলে মেয়েকে নিয়ে সুখে রাজ্য ভোগ কত্তে লাগলেন।

ভাই সরলা, এ গল্প শুনে কি শিখলে?

সরলা বল্লে—কি আর শিখবো?

পিসিমা বল্লেন—কোন আশ্চর্য্য ঘটনা দেখলে বা শুনলে, তা'র তথ্য খুঁজতে হয়, যার তার কথায় বিশ্বাস কত্তে নাই, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের জেদ বেশী—হিংসা ক'রে কেহই সুখী হ'তে পারে না।

রূপের রিষ।

অনেক দিনের কথা—হিমালয়ের এক দেশে এক রাজ-রাণী ঘরে বসে একটী আবলুশের বেলনার বাঁট দুটীতে সূচ আর পশম নিয়ে ফুল তুলিতে ছিলেন। দৈবাৎ হাতে সূচ ফুটিয়া একটু রক্তপাত হলো, রাণীর গলায় একছড়া মল্লিকা ফুলের মালা ছিল, সেই মল্লিকার উপর রক্তটুকু পড়লো—বড় বাহার হলো, হাতে কালো আবলুশ, গলায় সাদা মল্লিকা, তা'র উপর রক্তের ফোঁটা, রাণী সূচ বিঁধিবার জ্বালা ভুলে মনে কল্লেন—আমার একটী ছেলে হয়েছে, এখন আমি আবার অন্তঃসত্ত্বা, এবার এমন একটী মেয়ে হয়, যার মল্লিকার মত রূপ, ঠোঁট দুটী রক্তের মত টুক্‌টুকে আর মাথার চুল-গুলি আবলুশের মত হয়। দেখতে দেখতে রাণীর দশমাসের গর্ভ, রাণী কিন্তু সদাই মেয়ের ভাবনা ভাবেন—ভাবতে ভাবতে একদিন প্রসব-বেদনা হলো, কিছুক্ষণ বেদনা স'য়ে তিনি একটী কন্যা প্রসব কল্লেন—কন্যাটীর রূপ ঠিক বেল-ফুলের মত, ঠোঁট দুটী দিয়ে যেন রক্ত ফেটে পড়চে, আর মাথায় একমাথা চুল—আবলুশের মত কালো কুচকুচে। রাণী অতি যত্নেই মেয়েটীকে লালন পালন করেন। অন্ন-প্রাশনের সময় নাম রাখলেন—মল্লিকা। দুটী বছর যেতে না যেতে রাণী মারা গেল্লেন, রাজা আবার বিয়ে ক'রে নূতন রাণী ঘরে আনলেন। নূতন রাণী রূপের রাশি—রূপের গরবে তাঁর মাটীতে পা পড়ে না, সারাদিন রূপেরই চর্চায় কেটে

মুছিয়ে দিতে বলেন, এখন এক রকম কাপড়, একটু পরে আর এক রকম কাপড় পরেন, গোলাপ জলে আঁচান, গোলাপ জলে গা মোছেন, গোলাপ জলে হাত পা ধোয়েন। অলঙ্কারের বাক্সতো খোলাই থাকে, যখন যা ইচ্ছা তাই পরেন। তাঁর একখানি আরসী ছিল, আরসীটা কথা কইতে পাত্তো, রাণী বেশভূষা করে আরসীর সমুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কত্তেন,—

বল আরসী বল ভাই।
এ রূপে কি আছে বালাই॥

আরসী উত্তর কত্তো—

সব ঘরেতে আছি আমি।
তোমার মত কারে না জানি॥

মল্লিকা দিন দিন যত বড় হ'তে লাগলো, তা'র রূপের ছটা ততই বাড়তে লাগলো, যখন তার বয়স সাত বৎসর, তখন সে আকাশের চাঁদের চেয়েও ফরসা। কাযের কামিনীর চেয়েও সুন্দরী হয়ে উঠলো—যে তার পানে একবার দেখে, সে আর চোখ ফিরাতে চায় না, এমন রূপ কেহ কখন দেখে নাই।

রাণী একদিন আপনার সাজ-গোজ করে আরসীর সম্মুখে গিয়ে আপনার রূপে আপনি যেন ফেটে পড়ে আরসীকে জিজ্ঞাসিলেন,—

কেমন দেখ্‌চো আর্‌সী ভাই।
আমাকে একবার বল তাই॥

আরসী উত্তর কল্লে,—

বটে তুমি রূপের ডালি।

আরসীর উত্তর শুনে রাণীর মুখখানি শুকিয়ে গেল, রাগে হিংসায় গর গর কত্তে কত্তে রাত্রিকালে রাজাকে বল্লেন,—

তুমি আমাকে চাও, কি তোমার মেয়ে মল্লিকাকে চাও? প্রথম পক্ষের রাণী মল্লিকার মা মারা গেছেন, রাজার দ্বিতীয় পক্ষের সংসার—গুরুবাক্য চেয়েও সে বাক্যের ভার বেশী। বল্লেন—"তোমাকে ছেড়ে আবার মেয়ে?"

রাণী। কাল সকালে যেন উঠে আমি তার মুখ দেখ্‌তে না পাই।

তাই হ'লো—রাজা কন্যাকে প্রাতঃকালে জল্লাদকে দিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলেন, রাণী বলে দিলেন, আর যেন তার মুখ দেখতে না হয়।

মল্লিকা জল্লাদের সঙ্গে বনে গিয়ে কাঁদতে লাগলো,—জল্লাদকে বল্লে, জল্লাদ! আমাকে প্রাণে মেরো না, আমাকে বাঁচাও।

জল্লাদ বল্লে,—তাও কি পারি মা, তোমার মা কত ভালবাসতেন, কত যত্ন কত্তেন, সে সকল কি আমি ভুলতে পারি? তোমাকে প্রাণে মারবো না; কিন্তু মনে ভাবলে, হাতে না মাল্লেও বাঘ ভাল্লুকের মুখে কতক্ষণ বাঁচবে। ওর ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। এই ভেবে, জল্লাদ মল্লিকাকে বনে ছেড়ে দিয়ে চলে এলো। রাণী জিজ্ঞাসা কল্লে, সে বল্লে, তাকে কেটে এসেছি।

বনে সন্ধ্যা হলো—বাঘ ভাল্লুক চারিদিকে হাঁ-হাঁ করে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু কোনটিই মল্লিকার

যায়, কি করে, কিছুই ঠিক কত্তে না পেরে, কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে বেড়ায়, শেষে একটা ছোট ঘর দেখতে পেয়ে তাতেই ঢুকলো ; দেখে, সেই ছোট ঘরে সাতটি ছোট ছোট খাট্, সাতটী আসন পাড়া—সাতখানি থালেতে ভাত বাড়া,—সম্মুখে এক একটী জলের গেলাস, মল্লিকার বড়ই খিদে পেয়েছিল, সে সাতটী থালা থেকে এক এক মুঠা ভাত নিয়ে আপনি খেলে—খেয়ে একটা খাটে পড়ে ঘুমিয়ে গেল। খানিক পরে সাতটী বামন এসে দেখলে, এক পরমাসুন্দরী কন্যা তাদের বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্চে। তারা আর তাকে জাগালো না। আপনারা এক একজন খানিক করে জেগে রইলো, তাতেই রাত কেটে গেল। সকাল বেলা মল্লিকা জেগে সব কথা তাদিকে জানালো, বামনেরা দয়া করে তাকে সেইখানে থেকে, তাদের জন্য খাবার তৈয়ারী কত্তে, বিছানা পাততে আর যা যা কত্তে হয় কত্তে বলে গেল, আর বলে গেল, খুব সাবধানে থেকো, রাজা জানতে পাল্লে খুন করে ফেলবে। বামনেরা সমস্ত দিন পাহাড়ে বেড়িয়ে সেখানে রূপা মণি-মাণিক্য খুঁজে বেড়ায়, যা পায় তাই আনে, দু'এক মাস অন্তর নগরে গিয়ে বেচে আসে। অন্য দিনের মত সে দিনও তারা পাহাড়ে গেল, যাবার সময় বলে গেল—কাকেও ঘরে ঢুকতে দিও না।

এদিকে রাণীর মনে বিশ্বাস, মল্লিকা কি আর বেঁচে আছে, জল্লাদ যদিও না তাকে মেরে ফেলে থাকে, বাঘে ভাল্লুকে কি আর রেখেছে? এই ভেবে একদিন বেশ সুন্দর সাজ-গোজ

"সত্য কথা কও আরসী সত্য করি কও।
এ সংসারে মোর মত কারে দেখতে পাও॥"

আরসী উত্তর কল্লে,—

মিথ্যা কথা বলবো কেন কভু বলি নাই।
তব সম সুন্দরী না দেখিবারে পাই॥
কিন্তু বেঁচে আছে শত্রু মল্লিকা সুন্দরী।
সাতটী বামনে রাখে পাহাড় উপরি॥

শুনবামাত্র রাণী জল্লাদের উপর রেগে উঠলেন, তাকে শূলে চড়াবার হুকুম দিলেন—আপনি চুড়িউলী সেজে, ফিতা আরসী চিরুণী হরেক রকম জিনিষ নিয়ে পাহাড়ে উঠ্‌লেন—বামনদের কুটীরে গিয়ে হাঁকতে লাগলেন—"ভাল চুড়ি, ভাল ফিতা লেবে গো! বড় সুন্দর—বড় সুন্দর।"

চুড়িউলীর মধুর শব্দে মল্লিকার লোভ জন্মিল, বৃদ্ধা চুড়ীউলীকে, ঘরের ভিতর ডাকিল। চুড়ীউলী সোণার জরির ফিতা বার কল্লে, মল্লিকার গলায় এমন জোরে ফিতা বাঁধিল যে, সে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরার মত পড়ে রইলো।

রাণী, এইখানেই তোমার রূপের বাহার শেষ, এই বলে চলে এলেন। সন্ধ্যাকালে বামনেরা এসে দেখেন, মল্লিকা মরার মত পড়ে আছে, গলায় একটা ফিতে বাঁধা—সেটা খুলে দিবামাত্র সে বেঁচে উঠলো, বামনেরা বল্লে, তোমাকে বারণ করে গেলাম, কাকেও দোর খুলে দিও না, তুমি সে কথা শুনলে না, যে এসেছিল সে রাণী নিজে আর কেউ নয়।

মল্লিকা বল্লে—এমন কাজ আর করবো না—[illegible]

রাণী ঘরে এসে একবারে আপন আরসীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসায় সেই উত্তর পেলেন—মল্লিকা বেঁচেছে, বামনদেরই কাছে আছে। রাগে রাণীর গা গস্ গস্ কত্তে লাগলো, এবার আরও বেশ বদলাইয়া একখানা বিষ মাখান সোণার চিরুণী নিয়ে আবার সেই কুটীরদ্বারে উপস্থিত. হাঁকিতে লাগিলেন—"আধা মূলে হীরা বসান সোণার চিরুণী চাই, দেখলে মন খুসী, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।"

মল্লিকা বল্লে—কিছুতেই কপাট খুলবো না, বামনেরা বারণ করে গেছে, এবার কিছুতেই কপাট খুলিব না।

ছদ্মবেশিনী রাণী বল্লেন,—একবার চোখ সার্থক কর, পরতে বলি না।

ছেলেমানুষের মন বুড়ীর কথায় আবার ভুলিল, আবার চিরুণী মাথায় দিল, আবার বিষের জ্বালায় মরার মত পড়ে রইলো। আজ কিছু সকাল সকাল বামনরা ফিরে এসে দেখলে, মল্লিকা সেই রকম অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে,—মাথায় চিরুণী ছিল, চিরুণীখানাই বিষাক্ত ভেবে খুলে লইবা মাত্র জ্ঞান হলো—আপনিই বল্লে, আর কোন রকমে কেউ ভুলুতে পারবে না,—আমার বিমাতা রাণীই বটে সে মাগী।

রাণী বাড়ী ফিরে আরসীর সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করবা মাত্র—সেই উত্তর পাইল। রাগে দুঃখে তিনি ঘরের নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে একটী চমৎকার সুন্দর আতা ফল এমন এমন রকমে তৈয়ার কল্লেন—যা খাবামাত্র মৃত্যু। রাণী মনে মনে বল্লেন, আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, মল্লিকাকে মেরে তবে মরি সেও ভাল। তারপর এক চাষানীর বেশ

ধরে তিনি সেই পাহাড়ে গিয়ে বামনদের ঘরে ধাক্কা দিলেন, মল্লিকা সাড়া দিল না, চুপ করে বসে রইলো। চাষানী বল্লে—একটীবার দোর খুলে দেখ, আমি দাম নিব না, এই আতা ফলটী তোমাকে অমনি দিব, একটীবার দেখ,—মল্লিকা ফলটী দেখিল, কিন্তু কপাট খুলিল না। তখন সেই চাষানী ফলটীর অর্দ্ধেক আপনি খাইল, সে ফলটী এমন তৈরী করা যে, অর্দ্ধেকটা বেশ ভাল, আর অর্দ্ধেকটা বিষে ভরা। চাষানীকে আতার অর্দ্ধেকটা খেতে দেখে মল্লিকার মনে লোভ জন্মিল, সে কপাট খুলে আধখানা আতার একটু মুখে দিবামাত্র ঘুরে পড়ে গেল।

রাণী বল্লেন—"এবার আর তোমায় বাঁচাতে হবে না।"

এই বলে তিনি ঘরে এলেন—আসিবামাত্র আরসীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা মাত্র উত্তর পেলেন,—

"সংসারে তুমিই মাত্র একটী রূপসী।"

রাণী এবার জুড়ুলেন, আহ্লাদ যেমন হ'তে হয় হলো। আহ্লাদ রাখতে ঠাঁই নাই। প্রাণটা সুস্থির হলো—খেয়ে সুখ, শুয়ে সুখ, সকল সুখ রাণীর প্রাণে ভরা।

সন্ধ্যাকালে বামনেরা ঘরে ফিরে আবার মল্লিকাকে মরা দেখলে। আবার অনেক চেষ্টা কল্লে, কিছুতেই কিছু হলো না, তারা তাকে ধরে বসালে, মুখে নাকে চোখে জল দিলে, কিছুই হলো না—মল্লিকা এবার আর বাঁচিল না। কি করে—তিন সকাল তাহার মৃতদেহ ঘেরে বসে রইলো, শেষ তার দেহের সংকারের চেষ্টা কত্তে লাগলো, কিন্তু তিন দিনেও তার

দাঁড়ায়, কিছুক্ষণ থেকে যেন কেঁদে ফিরে যায়। এই রকমে দিনের পর দিন যায়। একদিন এক রাজপুত্র এসে মল্লিকার মৃতদেহ দেখে তার মনে হলো, রাজকন্যা মল্লিকা মরে নাই। তিনি বামনদের কাছে গিয়ে মৃতদেহটী চাইলেন. তারা রাজি হলো না। রাজপুত্র টাকা দিতে চাহিলেন, তাও লইল না, শেষে তাঁর কাতরতা দেখে তারা দেহটী ছেড়ে দিল। রাজপুত্র বাড়ী এনে মল্লিকার মৃতদেহ আপন হাতে ধুইলেন, মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে দেখলেন, মুখে কি যেন আছে, জল দিয়ে তা' বার করবামাত্র মল্লিকা বেঁচে উঠলো, বিষের আতা পেটে যায় নাই. মুখেই ছিল। মল্লিকা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌লো—চারিদিক চেয়ে দেখে বল্লে "কোথা ছিলুম, কোথা এসেছি।" বলবামাত্র রাজপুত্র বল্লেন, আমি তোমাকে মরা দেখেও মনে মনে বিবাহ করেছি—তুমি এখন এ রাজ্যের রাজবধূ—তোমার রূপে আমাকে পাগল করেছে, তোমাকে বাঁচাতে না পাল্লে আমিও মরতাম। একটু শোধরাইলে মল্লিকার বিবাহের অনুষ্ঠান হ'তে লাগিল, দেশশুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ হ'ল. পড়সী রাজ্যের রাজাদেরও নিমন্ত্রণ হলো, সকলেই বিবাহ দেখবার জন্যে সাজ সজ্জা কত্তে লাগলেন। রূপের রাণী মল্লিকার বিমাতাও সেজে গুজে আরসীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসিলেন—

কেমন আরসী কেমন দেখ,
রূপের কথায় মানটী রাখ।

আরসী উত্তর দিল,—

রূপ বটে তোমারি সেরা।
কিন্তু নূতন রাণী তোমার বাড়া।

রাণী অবাক হলেন, ভাবলেন, এ কথা কখন সম্ভব নয়। আরসী এবার মিথ্যা বলচে। যাই হোক, নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখতে হ'বে। রাণী নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাত্রা কল্লেন, গিয়ে যা দেখলেন, তাতে তাঁর প্রাণে আর কিছু রইলো না—ঠিক চিন্‌লেন, সেই মল্লিকা।

মল্লিকাও বিমাতাকে চিন্‌লেন—আদর যত্ন খুব কল্লেন, পাছে মা ক্ষুণ্ণ হন, তারি জন্তে বল্লেন, মা, আমি আপনার মেয়ে, মেয়ে যতই করুক, মার মত কি হ'তে পারে? আপনার রূপের কাছে কি আমি দাঁড়াতে পারি!"

এ সকল কথা রাণীর মনে যেন ঠাট্টা বিদ্রুপ বলে বোধ হ'তে লাগলো। বাড়ী ফিরেই রাণী শোক-জ্বরে শয্যাগত হ'লেন। বেশী দিন বাঁচলেন না, হিংসার জ্বালা তা'র সহ্য হলো না, প্রাণত্যাগ কল্লেন।

মল্লিকা রাজরাণী হ'য়ে সুখে স্বামী-পুত্র নিয়ে অনেক দিন রাজ-সুখভোগ কত্তে লাগলো।

পিসি-মা। বল দেখি মা, তোমরা কি উপদেশ পেলে?

এলোকেশী নামে নাতিনী উত্তর কল্লে—হিংসার তুল্য পাপ নাই—হিংসুক কখন সুখী হ'তে পারে না, পরের সুখে সুখী না হ'য়ে যে জলে মরে, তার তুল্য পাপী আর কে আছে।

সংসার।

পিসিমা। প্রায় সাত আটটা উপকথা শুনেছ নয় ?

শিবানী। না না পিসিমা, এত শুনিনি।

সরলা। প্রায় হবে বই কি।

পিসিমা। এবার একটা উচুদরের উপকথা বলবার ইচ্ছা হচ্চে—কিন্তু তোমরা সকলে তার ভাব বুঝতে পারবে না।

শিবানী। কেন পারবো না পিসিমা, আমরা যে সব উপকথা শুনেছি, তার সমস্তগুলিই বেশ বুঝতে পেরেছি।

পিসিমা। তুমি ও সরলা বুঝলেও বুঝে থাকতে পার, কিন্তু হেমা, শশী, সারদা এরা সব বুঝেছে বলে মনে হয় না।

হেমা। হাঁ পিসিমা, আমরাও বুঝেছি—তুমি যা বলবে, আমরা সব বুঝবো, যেখানটা বুঝতে না পারবো, তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো।

পিসিমা। আচ্ছা, তবে শুন বলি,—

কোন গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল, তিনি খুব পণ্ডিত।

সারদা। একথা কি আমরা বুঝতে পারি না পিসিমা ?

পিসিমা একটু হাসিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণকে সরস্বতীর কৃপা খুবই ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার সপত্নীর চক্ষের বিষ ছিলেন।

শিবানী। এবার কি বুঝলি বল দেখি ?

সারদা। সরস্বতীর সতীন, লক্ষীর কৃপা ছিল না বলে বামুন গরীব।

শিবানী। দেখলেন পিসিমা, আমরা আপনার সব কথাই বুঝে যাচ্ছি।

পিসিমা। তবে বেশ মা, আমি আর সঙ্কোচ না করে উপকথাটী বলে যাই, মন দিয়ে সকলে শোন।

ব্রাহ্মণ বড়ই দুঃখী, বয়স অনেক হয়েছে, ছেলে-পুলে যে যে কয়টী ছিল, সব মারা গেছে—কেবল দুই তিনটী পৌত্র আছে, তারা মাতামহের বাড়ীতে থাকে—খায় দায় লেখা-পড়া করে, ব্রাহ্মণের এমন সঙ্গতি নাই যে, তাদিগকে ঘরে এনে রাখে, ভরণ-পোষণ করান, লেখা-পড়া শিখান। আপনি অতি বড় পণ্ডিত, আপনার বিদ্যাও যে তাদিগকে দিয়ে যাবেন তারও পথ নাই। এজন্য ব্রাহ্মণ বড়ই দুঃখিত, কি করবেন? অবস্থায় না কুলালে সকল রকম দুঃখ কষ্টই সহ্য কত্তে হয়। ব্রাহ্মণী মধ্যে মধ্যে চোখের জল ফেলেন. স্বামী তা দেখলে পাছে তাঁর কষ্ট হয়, তাই যখন নির্জ্জনে থাকেন, তখন কাঁদেন, ব্রাহ্মণ তা বুঝতে পারেন। এ সংসারে ধনী ও দান-শীল লোক অনেক আছেন—তাঁরা দরিদ্রের দুঃখ দূর কত্তে প্রস্তুত অথচ সংসারে অন্নাভাবে কত লোক খেতে পাচ্চে না, খেতে না পেয়ে কত লোক প্রাণও হারাচ্চে, কত গরীব দুঃখী লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়,—কার কাছে তারা গাল-মন্দ খায়. কেহ মুখ বাঁকিয়ে কিছু দেয় ত পায়। তেমন তেমন লোকের নজরে পড়লে দারিদ্র্য দুঃখও ঘুচে যায়, কিন্তু তেমন দাতা সেকালে অনেক ছিল, আজকাল আর বড় দেখা যায় না।

কাজেই আমি যে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথা বলচি, তিনিও ধনী গৃহস্থ অনেকেরই কাছে ঘুরে ফিরে দেখলেন্ দারিদ্র্য-

দোরে দোরে বেড়ান, তাঁর অভ্যাস হলেও এক একদিন বড়ই বিরক্ত বোধ হইত, দুঃখও জন্মিত। ব্রাহ্মণ যখন ইষ্ট চিন্তা কত্তে বসেন, তখনও দুঃখ চিন্তা ছাড়েন না,—পুত্র পুত্র-বধূ নিয়ে যখন সংসারী ছিলেন, তখন দেবতাদের কাছে ধনৈশ্বর্য্যের কামনা কত্তেন; এখন দুবেলা দুসন্ধ্যা দুইমুষ্টি অন্নের প্রার্থনা করেন, তাহাও মিলে না, তথাপি ব্রাহ্মণের ইষ্টদেবতার প্রতি অচলা ভক্তির অপচয় হয় না, মনে ভাবেন, তাঁর আপনার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ত ভোগ কত্তেই হবে, দেবতা কি করবেন, আপনার মত লোককে ধনবান হতে দেখেন, তাতে তাঁর হিংসা হয় না, আপনার দুরদৃষ্টেরই চিন্তা করেন। অপর কোন দুঃখীকে সুখী হ'তে দেখলে বরং মনে করেন, আমারও কোন দিন নয়,—কোন দিন দুঃখ ঘুচবে। অনেক দিন এই রকমেই গেল, ব্রাহ্মণ আর সুখের মুখ দেখতে পেলেন না। তখন স্থির কল্লেন, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে আর কিছু হবে না—পুরুষকারের আশ্রয় লওয়া যাক—দেখি, তাতেই কি কত্তে পারা যায়। বিদ্যার বল ত খুবই আছে, কিন্তু ইষ্টচিন্তা ছাড়া হবে না—সাধুদের যে পথ, সে পথ ছাড়া যেতে পারে না,—অসাধু উপায়ে বড় হবার ইচ্ছা নাই। ব্রাহ্মণ যে পথ ধরেন, সেই পথেই বিপদ এসে জোটে—চাকরী জোটে না, যদি জোটে ত থাকে না। প্রভু-সেবার কখন অভ্যাস নাই, কেমন করে প্রভুকে তুষ্ট কত্তে হয়, জানা নাই, ক্রমে জানলেন—খোসামোদ প্রভু বশের মন্ত্র, তাহাও ধরলেন, তাঁর তোষামোদে প্রভু তুষ্ট না হয়ে রুষ্ট হত্তে

হলো—ব্যবসা বাণিজ্যে কিছু পুঁজি চাই, তাহারও অভাব, ব্রাহ্মণের কষ্টের সীমা রহিল না, কি করেন, শাস্ত্রে বলে,—হিন্দুর নিষ্কাম ধর্ম্মই প্রশস্ত; কামনা করে কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কল্লে তার ফল হয় না। আবার শাস্ত্রেই বলে,—সদনুষ্ঠানে দুর্গতির খণ্ডন হয়। কিছুই বুঝতে না পেরে ব্রাহ্মণ মরণই দারিদ্র্য দুঃখ খণ্ডনের একমাত্র উপায় ঠিক কল্লেন। মৃত্যুর অন্বেষণে ঘর ছাড়লেন,—ব্রাহ্মণী অনেক কান্না-কাটী কল্লেন, কিছুতেই তিনি ঘরে রইলেন না। ব্রাহ্মণীও তাঁর সঙ্গে মরতে চাইলেন, তাতেও তিনি সম্মত হ'য়ে তাঁকে সঙ্গে নিলেন না।

ব্রাহ্মণের সঙ্কল্প হ'লো মৃত্যু,—মরণের অনেক পথ আছে, বিষ ভক্ষণ, জলে ডুবা, আগুনে পোড়া, গলায় দড়ি দেওয়া; কিন্তু সকলগুলিই অপঘাত, আত্মহত্যায় মহাপাপ, আত্মঘাতীর নরজন্ম হয় না,—পশু পক্ষী নানা জন্মভোগ, নরকবাস, এই রকমে নানা কষ্ট। ব্রাহ্মণ ঘর ছেড়ে বনে গেলেন, বাঘ, ভাল্লুকে মানুষ পেলেই মেরে ফেলবে, এও অপঘাত, কিন্তু আত্ম-হত্যা ত নয়। এ ছাড়া আর উপায় কি—বনে প্রবেশ মাত্র বাঘ এলো, ভাল্লুক এলো, গণ্ডার এলো, কেহ তার একগাছি চুলেরও অপচয় কল্লে না, ব্রাহ্মণের কাছে এসে এক এক-বার গা শুঁকে, যে যার পথে চলে গেল। ব্রাহ্মণ একটী গাছের তলায় দুদিন পড়ে রইলেন, কোন জন্তু জানোয়ারে তাঁকে হিংসা কল্লে না, ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হলেন, শেষের দিন এক দল বাঘ এসে ব্রাহ্মণকে ...

ব্রাহ্মণ তাদিগকে উত্তর কল্লেন,—বাবা, তারি জন্য দুদিন পড়ে আছি, একটা ছোবোলও মাল্লে না, যেমন দেহে এসেছিনু তেমনিই রয়েছি।"

ব্যাধেরা আশ্চর্য্য হলো, একবেলা সঙ্গে রেখেও দেখলে, ব্রাহ্মণ যা বল্লেন তা সত্য।

তারা জিজ্ঞাসা কল্লে, ঠাকুর, কেন বল দেখি, তোমাকে বাঘে ভাল্লুকে ছোঁয় না? তুমি কি মন্ত্র জান, আমাদিগকে বলবে? তা হলে আমাদের বড় উপকার হয়।"

ব্রাহ্মণ উত্তর কল্লেন, আমি মত্তে চাই, তা কিছুতেই আমার মরণ হচ্চে না, তোমরা আমার মত হতে পাল্লে বোধ হয়, তোমাদিগকেও বাঘে ভাল্লুকে ছোঁবে না। ভগবান না করুন, আমার মত অবস্থা তোমাদের কারো যেন না হয়, এই বলে আপনার সকল কথাই তাদিগকে শুনালে, তারা বল্লে—ঠাকুর, যদি একান্তই মত্তে চাও,—বরাবর উত্তর মুখে চলে যাও—বন পার হইলেই রাক্ষসের দেশ, তারা তোমায় পেলে লুফে নিয়ে তখনি খেয়ে ফেলবে। সে দেশের এক রাজা ছিল, রাক্ষসেরা সকলকে খেয়ে ফেলেছে, রাজা পালিয়ে গিয়ে অন্য রাজ্যে রাজত্ব কচ্চে।

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনে একদিন পরে রাক্ষসের রাজ্যে উপস্থিত হলেন, দেখলেন, ব্যাধের কথা সত্যই বটে। বড় বড় ঘর বাড়ী জনশূন্য, একটিও লোক নাই, হাঁ হাঁ কচ্চে, স্থানটি যেন গিলতে আসচে, ব্রাহ্মণের যখন মরণের ভয় নাই, তখন আর ভাবনা কিসের? একে একে তিনি অনেক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জনমানব নাই। একটি

বাড়ীতে ঢুরিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলেন। বাড়ীটি পরম রমণীয়, একতলা দুতলায় উঠিয়া তিনতলার একটি ঘরে খাটের উপর একটি পরমা সুন্দরী, নিদ্রিতা কি মৃতা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পাশে একটি রূপার কাটি ও একটি সোণার কাটি একটু তফাতে পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে সোণার কাটি রূপার কাটির কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু পর-নারী স্পর্শ করিবেন না, এজন্য আস্তে আস্তে সোণার কাটীটি নিয়ে কন্যার গায়ের উপর ছুড়ে দিবামাত্র কন্যা জেগে উঠে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে প্রণাম কল্লে, পাশে একখানি ছোট খাট ছিল, তাতেই বস্‌তে বল্লেন। আর কি জন্য কেমন করে, তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন, জিজ্ঞাসা কল্লেন।

ব্রাহ্মণ সমস্ত কথাই তাকে জানালেন।

কন্যা বল্লেন,—এখন এ রাক্ষসের রাজ্য—পূর্ব্বে আমার পিতার ছিল, রাক্ষসেরা একটী একটী করে সকল প্রজাই খেয়ে ফেলেছে। কেবল আমাকে রেখেছে,—কেন যে রেখেছে তাও বুঝি না; আমার পিতা অন্যত্র রাজ্যস্থাপন ক'রে রাজত্ব কচ্চেন, আমার উদ্ধারের জন্য তারা অনেক চেষ্টা করে কিছু কত্তে পারেন নাই। যে আমায় উদ্ধার কত্তে পার্‌বে, তারি সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিবেন। আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আপনার দ্বারা আমার উদ্ধারের কোন আশাই নাই, তবে যদি আপনি প্রাণের ভয় রাখেন না, তখন কি না কত্তে পারেন? এক উপায় আছে—এই বাড়ীর

পুষ্করিণীর ঘাট, সেই ঘাটে ডুব দিলেই জলের ভিতর এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা দেখতে পাবেন, তাতে প্রবেশ কল্লেই একটি কাচের কুঠরী মধ্যে এক অজাগর সর্প একটি লোহার সিন্দুক ঘেরে পড়ে আছে, পাশেই সিন্দুকের চাবি দেখতে পাবেন, তা দিয়ে খুল্লেই একটি কৌটার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী ও পক্ষিণী আছে, সাবধানে ধর্ত্তে না পাল্লে উড়ে পালাবে, এক নিশ্বাসে সেখানে গিয়ে চাবি খুলে কৌটা হ'তে তাদিগকে বার করে যদি টিপে মেরে ফেলতে পারেন, তা'হলে এখানকার সমস্ত রাক্ষস যে যেখানে আছে, সে সেইখানেই মরে যাবে, তা'হলে আমার উদ্ধার হয়।

ব্রাহ্মণ বল্লেন, আমার পক্ষে এ বড় কঠিন কাজ নয়, কিন্তু একের হিংসায় অপরের উপকার করায় আমার আপত্তি আছে, রাশি রাশি রাক্ষস মেরে তোমার একার উদ্ধার সাধন ঠিক নয়। আমি প্রাণায়ামে অভ্যস্ত, দুতিন মিনিট কি, দশ পনর মিনিট নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারি, অজাগর আমাকে গ্রাস করবে না—কল্লে আমাকে বাঘে ভাল্লুকে এত দিন মেরে ফেলতো।

সরলা জিজ্ঞাসিল,—প্রাণায়াম কি পিসিমা ?

পিসিমা। বেশ জিজ্ঞাসিছ মা—প্রাণায়াম শ্বাস প্রশ্বাসকে আয়ত্তাধীন করা, প্রাণায়াম কল্লে দীর্ঘায়ু হয়, সুস্থ স্বচ্ছন্দে, থাকা যায়, তোমরা মোটামুটী এই জেনে রাখ—বড় হ'লে প্রাণায়াম কর্ত্তে ইচ্ছা হয় গুরুর কাছে শিখে নিতে পারবে, গুরু বই পুঁথিতে পড়ে প্রাণায়াম শিখতে যেও না, মারা যাবে।

সরলা। আচ্ছা তারপর কি হ'লো, পিসিমা ?

পিসি। রাজকন্যা ব্রাহ্মণকে কিছুতেই ছাড়লেন না। রাজকন্যার কাতরতা দেখে ব্রাহ্মণও আপন প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কল্লেন। ব্রাহ্মণ পুষ্করিণীর জলে প্রবিষ্ট হইয়া অজাগরের কাছে যাবামাত্র অজাগর স্থান ত্যাগ করে পালালো, ব্রাহ্মণ একটি স্ফটিকস্তম্ভের উপর একটী সোণার কৌটা দেখে সাবধানে সেটী খুলে পাখী দুটীকে ধরবামাত্র তারা বিনয় অনুনয়ে ব্রাহ্মণকে বল্‌তে লাগলো—"আমরা অনেক রাক্ষসের প্রাণ, আপনি ব্রাহ্মণ হ'য়ে কেমন করে শত শত প্রাণীর প্রাণহিংসা করবেন, রাজকন্যার পরাধীনতা বই কোন কষ্ট নাই—আমাদিগকে মারবেন না, আমরা রাক্ষসদের প্রাণপাখী, মারবেন না—মারবেন না। ইতিমধ্যে যেখানে যত রাক্ষস ছিল, বায়ুভরে সবাই ছুটে এসে উপস্থিত হ'লো, রাজকন্যা তখন প্রমাদ গণিলেন, পুকুরের জলের ভিতর গিয়ে বামুন ঠাকুরকে ধরে দাঁড়ালেন—ব্রাহ্মণ ভাবলেন, এইবার ত আমার মৃত্যু এসে উপস্থিত, এরা এখনি আমাকে টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলবে। বেশ ছিলাম, এতদিন ত দারিদ্র্য দুঃখ অবসানের আশা ছিল, মরবার সময় পত্নী পৌত্র কাকেও দেখতে পেলাম না—এ জন্মের কর্ম্ম যে রকম, না কত্তে পেলাম যাগ যজ্ঞ, দেবদেবীর পূজার্চ্চনা, না পেলাম দশজনের পাতে অন্ন দিতে, জন্মান্তরে কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, কি গাছ পাথর কি হতে হবে, তার কিছুই ঠিক নাই। মনুষ্য-জন্ম ত হবারই নয়। শাস্ত্রে আছে, মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ, তার মধ্যে আবার কর্ম্মভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ তা অপেক্ষাও দুর্লভ। কর্ম্মফল

কর্ম্মফলে আবার দেবত্ব লাভ করেন। এমন মনুষ্য জন্ম আমার ফুরাইল, মৃত্যুকামনায় কি হ'লো,—তা যাই হউক, এখন ত মত্তেই হচ্চে, ভাবলে কি হবে, যে ইষ্টমন্ত্র চিন্ত করে পুত্রশোক ভুলেছিলাম, এখন সেই স্মৃতি চিন্তা করা বই আর উপায় কি। এই স্থির করে ব্রাহ্মণ তাঁকেই স্মরণ কত্তে লাগলেন, এদিকে রাক্ষসেরা তাকে ঘেরে দাঁড়িয়েছে, রাজকন্যা থর্ থর্ করে কাঁপচেন। রাক্ষসেরা কেহই কিন্তু ব্রাহ্মণের গায়ে হাত দিতে পাচ্চে না। কেবল বলচে, ঠাকুর, পাখী ছেড়ে দাও, পাখী ছেড়ে দাও। ব্রাহ্মণ ভাবতে লাগলেন, "রাক্ষসেরাই বা গিলে খেয়ে ফেলচে না কেন?"

একটা বুড়া রাক্ষস বল্লে, "ঠাকুর, তুমি কি চাও? কি হলে পক্ষী দুটীকে ছেড়ে দিবে?"

ব্রাহ্মণ বল্লেন, "এই রাজকন্যাকে তোমরা যদি ছেড়ে দাও, তা হ'লে আমি পাখী রেখে দি।"

পাখী দুটী বল্লে, "এখনি এখনি, কেন তোমরা রাজ-কন্যাকে মা বাপ ছাড়া করে রেখেছ? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।"

এই সময় মধ্যে কত রাক্ষস ছটফট কত্তে কত্তে মাটীতে গড়াগড়ি যাচ্চে, কেহ বা মরার মত পড়ে আছে,কেহ বা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আর দাঁড়াতে পাচ্চে না।

রাক্ষসপতি স্বীকার কল্লে, রাজকন্যাকে ছেড়ে দিবে; সকলে ব্রাহ্মণের পা ছুয়ে দিব্বি কল্লে। তখন ব্রাহ্মণ রাজকন্যাকে নিয়ে তাঁর পিতার রাজত্বে চল্লেন। রাক্ষসেরা আপনাদের

ব্রাহ্মণ ভাবলেন—দারিদ্র্য দুঃখের ত প্রতীকার হলো, রাজা কন্যাকে পেয়ে অৰ্দ্ধেক না হোক যদি রাজ্যের সিকিও দেন, তাও চাই না, যদি দুচার মোহরও দেন তা' হ'লেও অকষ্টে দিন চলে যাবে—পুণ্য ধৰ্ম্ম করাও চলবে। বেশ হ'লো, ভগবানের কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়—এতদিনে তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন। এই রকম নানা রকম ভাবতে ভাবতে রাজকন্যার পিতৃরাজ্যে পৌঁছিলেন। রাজকন্যা খিড়কীর দ্বার দিয়ে রাজপুরী প্রবেশ কল্লেন—ব্রাহ্মণ দোরে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা রাণী কন্যাকে পেয়ে আহ্লাদে আট-খানা হলেন, কত দেবতাকে মানসিক ক'রেছিলেন, সেই সকল দেবতার পূজা দিবার আয়োজন অনুষ্ঠান হ'তে লাগলো। কিরূপে কন্যার উদ্ধার লাভ হলো, একথা জিজ্ঞাসিলে কন্যা বল্লেন—দেবতা উদ্ধার ক'রে দিলেন, কে একজন যেন আমার আগে আগে পথ দেখিয়ে সঙ্গে এলো। আমি তাঁরি সঙ্গে চলে এলাম।

এদিকে ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হ'য়ে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিলেন। চীৎকার শব্দে বল্‌তে লাগলেন—রাজকন্যাকে আমি উদ্ধার করে এনেছি, কই আমার অৰ্দ্ধেক রাজ্য কই? রাজকন্যার ভয়, পাছে বুড়া বামুন তাকে বিবাহ ক'রে বসে, বুড়া ক'দিন বা বাঁচবে, শিগ্‌গির বৈধব্য ঘটবে। রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসায় কন্যা বল্লেন—

বুড়ো বামুন নড়তে অশক্ত ও কেমন ক'রে তক্ষরাক্ষসের

রাজা ভাবলেন—সত্যইতো, ব্রাহ্মণের কথা কেমন ক'রেই বা বিশ্বাস করা যায়। কেবল বিশ্বাস করা নয়, কন্যা ও অর্দ্ধেক রাজ্য দিতে হয়। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসায় ব্রাহ্মণ আগাগোড়া সব কথাই খুলে বল্লেন। রাজার ব্রহ্মশাপের ভয় হ'লো।

ব্রাহ্মণ বল্লেন—রাক্ষসেরা মিথ্যা বলবে না।”

রাজা ভাবলেন—তারাই আমাকে দেশত্যাগী করেছে, আবার তা'দিগকে এনে জিজ্ঞাসা করা, প্রাণ গেলেও পারবো না, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন—

“ঠাকুর, তোমার আর কোন প্রমাণ প্রয়োগ থাকে হাজির কর, নইলে কিছু করা যেতে পারে না। ব্রাহ্মণ হতবুদ্ধি ও হতাশ হ'য়ে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কল্লেন, মনে হলো, তাতেই যেন ব্রহ্মাণ্ড ভস্ম হয়ে গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণের তখনও সে শক্তি জন্মে নাই। জন্মিলে এত কষ্টই বা পেতে হ'বে কেন? ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে বৈমুখ হ'য়ে ভাবলেন—মৃত্যু প্রার্থনা ক'রে প্রত্যাখ্যান করায় অপরাধ ঘটেছে, অতএব এখন মৃত্যুর উপাসনা বই উপায় নাই। এই স্থির ক'রে তিনি বনে গেলেন, বনে গিয়ে মৃত্যুর উপাসনা আরম্ভ কল্লেন। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, অনশন উপবাসে যমকে ডাক্‌তে লাগলেন। ইষ্টদেবতার তপস্যায় তিনি চক্ষু চাইলেন না—কিন্তু সপ্তাহ মধ্যে যম এসে ব্রাহ্মণের প্রত্যক্ষ হলেন, জিজ্ঞাসিলেন,—

“ঠাকুর, কি চাও?”

ব্রাহ্মণ কাতর স্বরে বল্লেন—“আপনার রাজ্যে আমাকে নিয়ে চলুন।”

তোমাকে কেমন ক'রে আমার রাজ্যে নিয়ে যাবো? মরণ না হ'লে আমার রাজ্যে কারো যাবার যো নাই।

ব্রাহ্মণ। ঠাকুর, আমাকে ছলনা করেন কেন—আপনিই তো মৃত্যুর অধিপতি। মৃত্যু কি আপনা ছাড়া?

যম। মৃত্যুর অধিপতি আমি নই, মৃত্যু আমার অধীন নয়।

ব্রাহ্মণ। মৃত্যু যদি আপনার অধীন নয়, তবে কা'র অধীন বলুন, তাঁরই আবার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

যম। এত লেখাপড়া শিখে এ জ্ঞানটাও হয় নাই, আমাকে বলে দিতে হ'বে?

ব্রাহ্মণ। আপনি ধর্ম্ম, অজ্ঞানকে জ্ঞান না দিলে, ঠাকুর কে দিবে?

যম। নিয়তি।

এই বলিয়া যম প্রস্থান কল্লেন। ব্রাহ্মণ নিয়তির তপস্যায় প্রাণ মন সমর্পণ কল্লেন। আবার সেই কঠোর তপস্যা। বনের ফল মূল আছে, একবার খেলে দশদিন আহার নিদ্রা থাকে না, ব্রাহ্মণ বহুদিন বনে বনে ভ্রমণ ক'রে সে সকল ফল মূল চিনে ছিলেন। নিয়তির তপস্যায় ব্রাহ্মণ কিয়দ্দিন কাটাইলে তিনি প্রত্যক্ষ হইলেন। ব্রাহ্মণের নেত্র নিমীলিত, নিয়তির আগমনে ব্রাহ্মণ চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। তিনি কখন সেরূপ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন নাই—রূপের ছটায় চারিদিক আলোকিত, চতুর্ভুজা—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণী পদ্মাসনে উপবিষ্টা, ত্রিনয়না, মুখের ভাব-ভঙ্গীতে অপ্রসন্না ব'লেই ব্রাহ্মণের মনে হ'লো. ব্রাহ্মণ ভক্তিগদ্গদ্ভাবে কাতর-

দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই ব্যবস্থা করেন। মা, আপনি দয়া ক'রে আমার মৃত্যু-বিধান করুন. মৃত্যু আপনার অধীন, অতএব আপনার আদেশ বা যোজনা ব্যতিরেকে আমার মৃত্যু কাভ ঘটবে না, আপনি আমার যে দুঃখ দুর্গতির ব্যবস্থা করেছিলেন, সে সবই আমার ভোগ হয়েছে। অতঃপর যা'য় আমি শীঘ্র মৃত্যুর মুখ দেখিতে পাই, তারই একটা ব্যবস্থা করুন, দুঃখের জ্বালা যাতনা আর আমার সহ্য হয় না। দুঃখের বোঝা আর বইতে পারি না মা—আমি আপনার নিকট নানা প্রকারে অপরাধী. আমাকে মার্জ্জনা করুন। দেবি, আমার পানে মুখ তুলে চাউন—প্রসন্ন হয়ে আমার প্রার্থনা পূরণ করুন, বহু ভাগ্য-বলে আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি—কিছুতেই ছাড়বো না মা! আত্মহত্যায় পাপ পুণ্য যা হয় হোক, যখন আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি, আপনার সাক্ষাতে এ দেহ ত্যাগ কল্লে আমার যা হবার হোক, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়বো না।"

দেবী কিয়ৎকাল বিমনা থেকে উত্তর কল্লেন—আমি যে নিতান্ত কর্ম্মের বাধ্য, তোমার কর্ম্ম মত ফল দেওয়া বই আমার কোন ক্ষমতাই নাই।

ব্রাহ্মণ। তবে কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি—আজ্ঞা করুন?

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে দেবী মনে মনে একটু হাসলেন, সে হাসি ব্রাহ্মণ তাঁর মুখে দেখতে পেলেন না। নিয়তির হাসিই যে তাঁর প্রসন্নতা। অনেক ভেবে চিন্তে বল্লেন,—

"বাছা, তুমি যে মৃত্যু কামনা কচ্চো, সে মৃত্যু যে এখন তোমার হবার নয়। আমি কেমন করে তার যোজনা করি, সে তোমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের অনুগত, তাহাতে তোমার

আমার কারো হাত নাই। কেমন ক'রে মৃত্যু হয়, তুমি জ্ঞানী হ'য়ে তা' কি বুঝ না?"

ব্রাহ্মণ। মা, শাস্ত্রে শুনেছি—আপনি দুর্গতি-হরা। তবে কি সে কথা মিথ্যা?

দেবী। মিথ্যা নয় সত্য, কিন্তু সে কি আমি? যিনি দুঃখ দুর্গতি খণ্ডন করবার শক্তি ধরেন, তিনি সবই কত্তে পারেন। তিনিই আমাকে কর্ম্মফলের অধীনা করেছেন। তিনি সর্ব্বশক্তিধারিণী মহাশক্তি। যে শক্তিতে এই সংসারে একটী হাতী জন্মাচ্চে, পতঙ্গ মরচে, আকাশ ডাকচে, পাখী গাইচে, শিশু হাসচে, ফুল ফুটচে, সকলই সেই মহাশক্তির খেলা. যাঁর আইনে মানুষ ফাঁসিকাঠে ঝোলে, তাঁরই কৃপায় ত আইনের আজ্ঞা অকর্ম্মণ্য হয়, এই সংসারেও ত দেখছ, যিনি আইন করেন, তিনিই আবার তাকে রদ করেন।

ব্রাহ্মণ। তাঁর দয়া যে পাবার নয় মা—প্রাণপাত করেও ত তাঁর মন পাবার নয়। এখন উপায় কি, আমাকে বলে দিন; আপনি সব জানেন, আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

দেবী। ডাকতে জানলে তিনি উত্তর দেন—তোমার ডাক তাঁর কর্ণগোচর হলে কিছুতেই তিনি নিদয়া নহেন—ডাকার মত ডাকো, ডাকলেই তাঁর উত্তর পাবে। আচ্ছা, আমি বরং তোমার সহায় হবো।

এই ব'লে নিয়তি অন্তর্দ্ধান কল্লেন। ব্রাহ্মণ বড়ই চিন্তিত মনে কাতর ভাবে সেই মহাশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'লেন। দুই চারি মাস পরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্লেন—ঠাকুর, শিক্ষা প্রাতিরেকে শাস্ত্র পড়ে কিছুই লাভ হয়,

শাস্ত্রের তর্ক যুক্তি ছাড়, মনকে নির্ম্মল কর, একান্ত কাতর ভাবে ডাক; তিনি আছেন, রক্ষা করবেন, এই বিশ্বাসে যখন জলে আগুনে প্রবেশ কত্তে দ্বিধা না জন্মিবে, মানুষ জলে ডুবলে যেমন আঁকু পাঁকু করে, তাঁকে পাবার জন্যে যখন সেই রকম ব্যাকুলতা জন্মিবে, তখন তাঁর কৃপা লাভ হ'বে।

ব্রাহ্মণ তাহাই কল্লেন, কত্তে কত্তে আর তাঁকে কিছু কত্তে হলো না, বাড়ী ফিরলেন—বাড়ী এসে দেখেন, ব্রাহ্মণের পুত্রই ছিল না, পৌত্র দৌহিত্রে পাঁচ সাতটী ছিল, তারা সকলেই বিদ্বান বুদ্ধিমান, বেশ দশ টাকা উপায় উপার্জ্জন করে সুখী স্বচ্ছন্দ—ঘরবাড়ী বৈঠকখানা—পুকুর বাগান সবই হয়েছে। ব্রাহ্মণ এসে যখন শুনলে, সে সকল তাঁরই দৌহিত্র পৌত্রগণের, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। ব্রাহ্মণ অনেক দিন তাদিগকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দতায় কালহরণ কত্তে পেলেন। অন্তিমকালে সকলকে একত্র করে বলে গেলেন—সকলই সময় সাপেক্ষ, বিপদে ধৈর্য্যধারণের তুল্য গুণ আর নাই। ভগবৎ-পদে ভক্তি রেখে ধর্ম্মপথে চলতে পাল্লে মানুষের দুঃখ থাকে না—দুঃখ কষ্ট চিরদিন থাকে না। সহিষ্ণুতার তুল্য গুণ আর নাই। হিংসাদ্বেষের তুল্য বলবৎ শত্রু মানুষকে ধৈর্য্যচ্যুত করে। অতএব তারা যেন প্রশ্রয় পেয়ে মনের শান্তি নষ্ট কত্তে না পারে। এই সকল কথা বলে ইষ্টদেবতার পাদ-পদ্ম চিন্তা কত্তে কত্তে তাঁর চক্ষু দুটী মুদে এলো। ব্রাহ্মণের ইহলোক-লীলা ফুরায়ে গেল।

চারি বন্ধুর বিদেশ ভ্রমণ।

এক রাজপুত্র, এক পাত্রের (মন্ত্রীর) পুত্র, এক সদাগরের পুত্র, আর এক সহর-কোটালের পুত্র, চারিজনে বড় বন্ধুতা। চারিজনে চারিটী ঘোড়ায় চ'ড়ে দেশ ভ্রমণে চল্লেন। সঙ্গে চাকর-বাকর কেহ নাই, চারিটী ঘোড়া মাত্র সম্বল। দুই তিন দিন যান, দিবাভাগে ক্ষীরখণ্ড চিড়ামুড়কির ফলার করেন, রাত্রিকালে চারিজনে মিলিয়া রাঁধাবাড়া ক'রে সরাইয়ে খান-দান নিদ্রা যান। চারি জনের সঙ্গেই অনেক ধন—হীরা মাণিক মুক্তা—মোহর টাকাকড়ি খুবই। খরচ-পত্রের অভাব ছিল না। একদিন তাঁরা এক বনের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন, সমস্ত দিন গিয়াও লোকালয় দেখতে পেলেন না, আহারাদিও হলো না। বনের মধ্যে বাঘ ভালুক অনেক; কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করেন, কেমন ক'রে ঘোড়া চারিটীকে বাঁচাবেন, তার জন্যে চার জনেরই বড় দুর্ভাবনা হলো। এরূপ দুঃখ কষ্ট তা'দের জীবনে কখন ভোগ কত্তে হয় নাই। ক্রমে সূর্য্যাস্ত কাল উপস্থিত—ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে এসে গাছের ডালে বসে কল কল কত্তে লাগলো—বনচর পশুরা দলে দলে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ কল্লে, চার বন্ধুরই প্রাণের ভয় বাড়তে লাগলো, সকলেই আপনাদের অবিবেচনার জন্যে আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগলেন—আসবার সময় সকলেরি বাপ মা, লোকজন, হাতী ঘোড়া চাকর বাকর লোকজন সঙ্গে আন্তে বলেছিলেন, তাঁহাদের কথা যতই তাদের মনে হতে লাগলো, ততই আপনা-

এখন আর দুঃখ পরিতাপে ফল কি? রাজপুত্র বল্লেন—"যা হবার হয়ে গেছে, তার জন্যে এখন আর দুঃখ ক'রে কি হচ্ছে? এখন কি রকমে প্রাণরক্ষা হয়, তারই উপায় দেখ।"

মন্ত্রীপুত্র বল্লেন—ঘোড়াগুলাকে গাছে বেঁধে আপনারা গাছে উঠে রাত কাটান যা'ক। যার অদৃষ্টে যা আছে হবে।

সদাগর পুত্র বল্লেন—"সন্ধ্যা হ'তে না হতে ঘোড়াগুলা ত বাঘ ভালুকের পেটে যাবে! পথ চলা অভ্যাস কারো নাই—তখন যে বন পার হওয়া ভার হ'য়ে উঠবে।

সহর-কোতোয়ালের পুত্র বল্লেন—"যতদূর পারা যায় চল, সকলে বনপথে যেমন যাচ্ছিলাম তেমনি চলে যাই—অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।"

রাজপুত্রের রাজবুদ্ধি, তিনি বল্লেন—যদি অদৃষ্টের উপরই সকলে নির্ভর কত্তে চাও, তা হ'লে ঘোড়াগুলাকেও বেঁধে রেখে কাজ নাই, ওদিগকেও ছেড়ে দাও, ওদেরও ত ঈশ্বরদত্ত একটা আত্মরক্ষার বুদ্ধি আছে, ওদিগকেও আপনাপন বুদ্ধি অনুসারে কাজ কত্তে দাও। আপনারা সকলে মিলে একটা বড় গাছের উপরে উঠে রাত্রি কাটাই।"

পাত্রের পুত্র বল্লেন—"শুনেছি, এক জাতীয় বাঘ আছে, তা'রা অনায়াসে গাছে উঠতে পারে। চারজনকে এক জায়গায় পেলে তারা দল বেঁধে গাছে উঠে একসঙ্গে চার জনকেই পেটে পূরবে।"

ঘোড়াগুলাকে ত ছেড়ে দেওয়া হলো. তাঁরা আপনারা একটু দূরে-দূরে চারিজনে চারটা গাছে উঠে বস্‌লেন। ক্রমে

অন্ধকার হলো, কেহ কাহাকেও দেখ্‌তে পান না, পাখীগুলা নীরব হলো, বাঘের গর্জ্জনে চারজনেই কাঁপতে লাগলেন, সকলেই আপনাপন উত্তরীয় দিয়া আপনাকে গাছের ডালে বেঁধে বসেছেন—যদি দৈবাৎ ঘুম আসে, পড়ে না যান। বাঘ ভাল্লুক আস্‌তে লাগলো, গাছতলায় ঘুরে বেড়াতেও লাগলো। পায়ের শব্দে গর্জ্জনে বুঝ্‌তে পারা গেল। দু-একটা বাঘ গাছের উপর লাফ মেরেও কারে ধর্‌তে পাল্লে না। এই রকমে থাক্‌তে থাক্‌তে দিক সকল ফরসা হলো, গাছপালা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে গোল, তিন কোণ, চারকোণ, ছকোণ, আট-কোণ রোদের টুকরা বনের ভিতর ছড়িয়ে পড়লো, তা'রা বুঝতে পাল্লেন, সূর্য্যোদয় হয়েছে। তখন সকলে গাছ থেকে নেমে বনপথে চলতে আরম্ভ কল্লেন। পূর্ব্বদিন আহার নাই, নিদ্রা নাই, পা আর চলে না। বেলা এক প্রহরের সময় তা'রা বন পার হয়ে দেখলেন, ঘোড়া চারিটী মাঠে চ'রে বেড়াচ্চে—জিন পালান আঁটা, মুখে লাগাম, দেখে তাদের বড়ই আহ্লাদ হলো। সকলেই আপন আপন ঘোড়ায় চড়ে চললেন, ঘোড়া চারিটী তা'দিগকে পিঠে নিয়ে ছুটতে লাগলো। সমুখে এক প্রকাণ্ড নগর দেখতে পেয়ে, তারা চারজনেই সেই নগরের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিলেন, সকলেরই ইচ্ছা নগরে গিয়ে আহারাদি করে ঘরে ফিরা—দেশভ্রমণে আর কাজ নাই। মা বাপের ছেলে, মা বাপের কাছে যত শিগ্‌গির পৌছান যায়, ততই ভাল।

নগরে প্রবেশ কল্পে তাঁরা দেখলেন, বড় বড় বাড়ী পড়ে আছে—দ্বার খোলা, কিন্তু মানুষ নাই। চারজনেই ক্ষুধায়

অস্থির, দু-একটী বাড়ীতে প্রবেশও কল্লেন, খাবার কোন জিনিষই মিলিল না। তারা চারজনে মিলে যুক্তি কল্লেন— নগরের স্থানে স্থানে যে পুকুর আছে, তাদের মধ্যে কোনটায় যদি মাছ গুগলি যা কিছু পাওয়া যায়, তাই ধরে খাওয়া বই ক্ষুধা নিবৃত্তির আর কোন উপায় নাই। এই যুক্তি স্থির ক'রে পুকুর খুঁজতে খুঁজতে পথের ধারে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখতে পেয়ে মনে কল্লেন, সে বাড়ীতে নিশ্চয়ই মানুষ আছে, আর মানুষ থাকলেই খাবারও আছে। এই ঠিক করে বাড়ীর দোরে গিয়ে দেখলেন, দোরটী কিছু খাটো—ঘোড়াশুদ্ধ একটী লোক প্রবেশ করা যায়—আগেই সহর-কোটালের পুত্র প্রবেশ কল্লেন। প্রবেশ মাত্র আপনা হতে দোর বন্ধ হয়ে গেল। সহর-কোটালের পুত্র বাহির হতে পাল্লেন না, তিনজনে বাড়ীর আর একদিকে গিয়ে তেমনি আর একটী দোর দেখতে পেলে, সদাগরের পুত্র তা দিয়ে প্রবেশ করবামাত্র সে দোরটীও বন্ধ হয়ে গেল। মন্ত্রীপুত্র বল্লেন—"যাই হোক, ভিতরে গিয়ে ত সকলে দেখা হবে, চল অন্য দিক দেখা যা'ক।"

আর একদিকেও সেই রকম দেখে পাত্রের পুত্র তা' দিয়ে প্রবেশ করতে যান, এমন সময় রাজপুত্র বল্লেন—"দেখ বন্ধু, এ বাড়ী বিষম বাড়ী, এ বাড়ীতে আমাদের আর প্রবেশ করা উচিত নয়, দেখা যাক, তারা দুজন কি করে।"

মন্ত্রীপুত্র বল্লেন—"তাও কি হয়, চারজনে একসঙ্গে আসা গেছে, তাদের যে দশা আমাদেরও সেই দশা।"

এই কথা ব'লে তিনি সেই দোর দিয়ে বাড়ী প্রবেশ কল্লে, সে দোরও আগেকার দোরগুলার মত বন্ধ হ'য়ে গেল।

রাজপুত্রও অন্য দিকে গিয়ে সেই রকম একটা দোর দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি তায় প্রবেশ না ক'রে ভাবতে লাগলেন। তার পর তিনি আগেকার তিনটে দোরে গিয়ে তিনজনকে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন—কারো সাড়া-শব্দ পেলেন না। ভাবনায় ক্ষুধা তৃষ্ণা উড়ে গেল। একবার ভাবলেন, ঘরে ফিরে যান—আবার ভাবলেন—কোন্ মুখেই বা ঘরে যান। একা ফিরলে রাজমন্ত্রী, রাজা, সদাগর, সহর-কোতোয়াল কি মনে করবেন, জিজ্ঞাসা কল্লেই বা কি উত্তর দিবেন, একাকী সেখানে থেকেই বা কি করবেন? বিষম ভাবনা জুটলো, কিছুই ঠিক কত্তে পাল্লেন না, ভাবনা বই সঙ্গী নাই—নানা ভাবনা মনে আসতে লাগলো। পথে দাঁড়িয়ে ভাবচেন, এমন সময় একটা সাদা হাতী, তার গা-টা সব সাদা, দাঁত সাদা, লেজের চুলগুলি পর্য্যন্ত সাদা, শুঁড় নাড়্‌তে নাড়্‌তে কাছে এসে তাঁকে শুড়ে জড়িয়ে মাথায় তুলিল, আর না দাঁড়িয়ে রাজপথ দিয়ে চলে যেতে লাগলো। রাজপুত্র সরে হাতীর পিঠে বসলেন। হাতী সেই জনশূন্য রাজধানীর বাহিরে নিয়ে গেল। যাবার সময় তিনি আপনার মাথার পাগড়ি টুকরা টুকরা করে পথে ফেলতে ফেলতে যেতে লাগলেন, যদি পাত্রের পুত্র, সদাগর পুত্র, সহর কোতোয়ালের পুত্র বাড়ী হতে বাহির হয়ে তাঁর অনুসন্ধান করে, তা' হলে তার কাছে যেতে পারবে। শ্বেত হস্তী এক রাজ্য হতে অন্য রাজ্য, সে রাজ্য হতে অন্য রাজ্যে, এইরূপ ক'রে এমন এক রাজ্যে গেল, যেখানকার প্রজারা তাঁকে হাতীর পিঠে দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কত্তে লাগলো, হাতীর পিছু পিছু যেতে লাগ্‌লো। রাজপথের দুধারে নানা জিনিষের

খোকান লোকজন অনেক। সকলেই "আমাদের রাজা, আমাদের রাজা" বলে চীৎকার কত্তে লাগলো, আর বলতে লাগলো, "যেমন রাজকন্যা, তেমনি রাজা মিলেছে, এমন না হলে রাজহস্তী বলবে কেন—রাজহস্তী রাজবুদ্ধি ধরে।"

রাজহস্তী ক্রমে রাজপুত্রকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাজ-তক্তে বসালো। পাত্র মিত্র সদাগর সহর-কোতয়াল সকলে এসে রাজাকে প্রণাম কল্লে রাজ-পুরোহিত উপস্থিত হলেন—রাজকন্যা এসে রাজপুত্রের গলায় বরমাল্য দিয়ে তাঁকে পতি সম্বোধন কল্লেন, অন্তঃপুরচারিণীরা এসে তাঁদিগকে নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ কল্লেন। স্বর্ণথালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন পায়সাদি নানা খাদ্য আসিল, রাজপুত্র কয়েক দিনের পর অন্নের মুখ দেখতে পেয়ে মনের সাধে, পেট ভরে খেলেন। পরে রাজকন্যার সহিত কথাবার্ত্তায় দিন কাটিয়ে দিলেন। রাজার নাম হলো—আদিত্যবিক্রম, রাজকুমারী হলেন—রাণী ইন্দ্র-কুমারী। রাজা আদিত্যবিক্রম পরদিন রাজতক্তে বসে রাজত্ব কত্তে লাগলেন।

রাজা-রাজড়াদের কাছে অতিথি ফকির, সাধু সন্ন্যাসী আসা যাওয়া করে—অন্নসত্রে খায়-দায় থাকে—চলে যায়। এই রকম নিত্যই প্রায় তারা আসা যাওয়া করে। একদিন একজন সাধু রাজার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে বল্লে—"আমি আপনাকে একটী মন্ত্র দিয়ে যাবো, যে মন্ত্রের বলে আপনি পশু পক্ষীর ভাষা বুঝতে পারবেন; আর একটী মন্ত্র দিব, যা'তে ক'রে আপনি যে কোন মৃতজন্তুর দেহে প্রবেশ কত্তে পারবেন, আবার আপনার দেহে ফিরে আসতেও পারবেন। রাজার

বড় কৌতূহল জন্মিল, তিনি তৎক্ষণাৎ মন্ত্র দুটী সন্ন্যাসীর কাছে শিখে নিলেন। সকল সাধু-সন্ন্যাসীকেই রাজা একটী করে লোটা আর কম্বল দিতেন, এ সাধুকে আর একশত স্বর্ণমুদ্রা দিবার হুকম দিলেন। সাধু স্বর্ণমুদ্রা না নিয়ে বল্লেন—আমরা সাধু সন্ন্যাসী, অর্থ থাকলেই আমাদের তা রক্ষা করবার একটা আসক্তি জন্মিবে, অতএব আমি স্বর্ণমুদ্রা চাই না, আপনি গরিব দুঃখীকে দিবেন। সন্ন্যাসী বিদায় লইল—রাজার বড় কৌতূহল জন্মিল, মন্ত্রটী পরীক্ষার জন্য একটী বিড়াল, মরে, বাড়ীর ভিতর পড়েছিল, তার ভিতর যেমন প্রবিষ্ট হলেন, তাঁর খানসামা বড়ই বিশ্বাসী, সর্ব্বদা কাছে থাকতো, সাধু যখন রাজাকে মন্ত্রটী বলে দেন, তখন সে তা' শিখে নিয়েছিল, রাজা যখন মৃত বিড়াল-দেহে প্রবিষ্ট হ'ন, তখনও খানসামা কাছে ছিল, সে রাজার-দেহে প্রবেশ করিল, রাণী মন্ত্র দুটী না জান্‌লেও রাজা যে মন্ত্র শিখেছেন সে কথা জানতেন। রাজা আর আপন দেহ খালি পেলেন না যে তায় প্রবেশ করবেন। রাণী দেখলেন, খানসামা তারি সাক্ষাতে মরে গেল, তাতেই তিনি সকল ব্যাপার বুঝে নিলেন, যত্ন কোরে বিড়ালটীকে কোলে নিলেন, খানসামা আপনার দেহটী যত্ন করে রেখে দিয়ে রাজতক্তে গিয়ে বসলো বটে, কিন্তু রাজবুদ্ধি ত নাই—রাজকার্য্য সেদিন তেমন হলো না। রাত্রিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখলে, রাণী নাই, রাণীর দাসীরাও নাই; তিনি বিড়ালটীকে কোলে নিয়ে তাঁর নিজের একটা বাড়ী ছিল সেই বাড়ীতে চলে গেছেন, রাজা সেখানে রাণীর সঙ্গে দেখা কল্লেন। রাণী বল্লেন—"আমাকে এক বৎসর...

হ'লে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'বে। "অগত্যা যে সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগের লোভে খানসামার রাজদেহে প্রবেশ করা তার কিছুই হ'লো না, রাজকার্য্য কর্‌বার বুদ্ধিও নাই—আজিকার দিনেই রাজকর্ম্মচারিদের. অনেকে বলেছেন, রাজা কি পাগল হ'য়ে গেছেন নাকি? রাজার খানসামা পশু পক্ষীর ভাষা বুঝবার মন্ত্রটী কিন্তু শিখতে পারে নাই। রাজা বিড়াল ভাবেই রাণীর কাছে থাকেন, রাণীকে পশু পক্ষীর ভাষা বুঝবার মন্ত্রটী রাজা শিখিয়ে দিলেন. দুজনে কথা বার্ত্তার সুবিধা হলো।

এইরূপে কিছুদিন যায়, খানসামা-রাজাকে রাজকর্ম্মচারিরা মানে না, তবে রাজা মনিব, না মানলেও চলে না, রাণী তাঁ-দিগকে বলে পাঠালেন, রাজকার্য্যের কথা যা কিছু সব রাণীর সঙ্গে হ'বে, রাজ্যের যে কিছু কাজ তিনি দেখবেন, রাজার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—যে পর্য্যন্ত তিনি শুধুরে না উঠেন সে পর্য্যন্ত সকল কাজে তাঁরই পরামর্শ নিতে হবে আর যে সকল সাধু সন্ন্যাসী রাজার কাছে আসবে, সকলে যেন তাঁর কাছে যাওয়া আসা করে—তিনি যা'কে যা দিবার দিবেন। সাধু সন্ন্যাসীর আগের মত আসা যাওয়া কত্তে লাগলো—মনের মত লোটা কম্বল কাপড় পেয়ে সবাই রাণী মাকে আশীর্ব্বাদ করে যেতে লাগলো। রাণী মাও মনের মত সাধু পেলে মনের কথা খুলে বলতেন, সকলেই তাঁকে আশা দেন—রাজা আবার মানুষ হবেন। এই রকমে কিছু দিন যায়—একদিন একটী বানর একখানি চিঠি এনে রাণী মার হাতে দিল—বানরটীর আদব কায়দা সবই মানুষের মত। এসেই মা

কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াতে হয় তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো—রাণী বস্‌বার জন্যে কত জেদ কল্লেন, কিছুতেই বস্‌লো না। পাত্রের (মন্ত্রীর) কন্যার সঙ্গে রাণীর বড়ই সদ্ভাব, তিনিই পত্রখানি পাঠিয়েছেন, পত্রে লেখা আছে—

"একদিন একজন লোক একটী গাধা, একটী ভেড়া আর এই বানরটীকে বেচতে এসেছিল, তিনটীর জন্যে লক্ষ টাকা চাহিল, তখন আমার হাতে লক্ষ টাকা না থাকায়, ৫০ হাজার টাকা দিয়ে বানরটী কিন্‌লাম—গাধাটী ২৫ হাজার টাকায় সদাগরের কন্যাকে, আর ২৫ হাজার টাকায় ভেড়াটী সহর-কোটালের কন্যাকে কিনে দিয়েছি। কারণ, যে বেচতে এসেছিল, সে তিনটীকে একসঙ্গে লক্ষ টাকায় বেচতে না পাল্লে, কিছুতেই একটীকে বেচতে রাজি ছিল না। এই তিনটীকে শাপভ্রষ্ট পুরুষ বলে মনে হয়। তোমার বিড়ালটীর যদি কিছু কত্তে পারে, একে দেখালে যদি কিছু হয় তাই পাঠালেম।

শ্রীমতী শৈলজা।

রাণী উত্তর লিখিলেন,—

"ভাই শৈল,—আমি ও সবকে বড় ভয় করি, কিসে কি হয় ভাল বুঝি না, ভাল কত্তে গিয়ে পাছে আবার কোন নূতন বিপদ ঘটে, তাই আমার ইচ্ছা নহে যে, বানরের সঙ্গে আমার বিড়ালের পরিচয় করে দি। যাই হোক, আর দুটী দিন আমাকে সময় দাও, আমি এই দুদিন পরে যা হয় একটা কিছু করবো, আগামী বারে হয় ভেড়াটী, না হয় গাধাটীকে পাঠাবে, বানরটীকে দেখলাম, ঠিক মানুষের মতই

দুদিন পরে পাত্রের কন্যা আপনার সখীর ভেড়াটীকে চেয়ে নিয়ে রাণীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ভেড়াটীও বানরটীর মত সেই রকম প্রণাম, সেই রকম কুণ্ঠিত ভাব দেখে, রাণী তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"হাঁ ভেড়া, তুমি আমাদের কথা বুঝতে পার ?"

ভেড়া মাথাটী নাড়িয়া জানালে, হাঁ পারি।

রাণী। তুমি আমার বিড়ালটীকে দেখবে ?

ভেড়া তাতেও মাথা নেড়ে বল্লে—হাঁ দেখবো। বলতে না বলতে রাণী আপনার বিড়ালকে ডাকলেন। বিড়াল ছুটে এসে রাণীর কোলে না উঠে সোজা গিয়ে ভেড়ার কাছে গেল, মানুষের মত তার মুখে চুম খেলে, গলা ধরে কত আদর কল্লে, যেন কত কালের চেনা পরিচয় ছিল! দুইয়েরই আহ্লাদের সীমা রইল না! রাণী দেখেই অবাক! ভেড়া বিড়ালকে কিছুতেই ছাড়বে না—ভেড়াকে যাবার কথা বল্লে, তার চোখে ঝরঝর ক'রে জল পড়ে। রাণী বল্লেন—"আহা, পশু পক্ষীর মধ্যেও এমন ভালবাসা ত কখন দেখি না! বিড়ালে ভেড়ায় কাণে কাণে যেন অনেক কথা হ'লো। ভেড়া যেন নিতান্ত না রাজিতে বিড়ালের কাছে বিদায় নিলে। রাণী তার পরদিন গাধাটীকে ও বাঁদরটীকে সঙ্গে আনতে বলে দিলেন, পাত্রের কন্যাকে যে পত্রের উত্তর দিলেন, তা'তেও সে কথা লিখে দিতে ছাড়লেন না।

পরদিন তিন মূর্ত্তিই রাণীর বাড়ীতে হাজির! বিড়ালের মুখে আর হাসি ধরে না, চারিটী জন্তুতে যে কি ভাব, রাণী

না, রাজবাড়ীতে চারিটী অদ্ভুত জীবই রয়ে গেল। সমস্ত রাত্রি পশুদের ঘুম নাই—রাণী দেখে ভাবলেন, ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্য। গাধা, ভেড়া, বানরও কি আমার বিড়ালের মত মানুষ! অর্দ্ধেক রাত্রিতে বিড়াল রাণীর ঘরে এসে রাণীকে কি বলে গেল, রাণী প্রভাতে উঠেই রাজাকে খবর পাঠালেন, আজ তা'র ব্রত উদ্‌যাপনের দিন—গরিব দুঃখীকে দানধ্যান কত্তে হবে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে দান দক্ষিণা দিতে হবে; রাজা আজ রাণীর ঘরে আসবেন। রাজার আর আহ্লাদের সীমা নাই—কেবল আকাশ পানে চেয়ে দেখেন, সূর্য্যদেবের অস্ত যেতে দেরি কত, বিপদের দিন যেমন যেতে জানে না, সম্পদের সময় তেমনি শিগ্‌গির আসে না। সূর্য্যাস্ত হ'তে রাজা বেশ-ভূষা ক'রে রাণীর মহলে প্রবেশ কর্‌বেন আর কি, রাণী সে দিনও পশু তিনটীকে রেখে দিয়েছেন, রাজা বাড়ী ঢুকতে গিয়ে পড়ে গেলেন—রাণী একটা প্রকাণ্ড গোক্ষুরা সাপ চোখের নিমেষ মধ্যে যেমন দেখলেন, অমনি বিড়ালের দিকে চেয়ে দেখেন—বিড়ালটী মরা। রাণী তখন গুহ্য রহস্য বুঝলেন। খানসামার দেহ তখন নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, অগত্যা সে আর খানসামা হ'তেও পাল্লে না।

রাজা আপনার বন্ধু তিনটীকে চিন্‌লেন, জান্‌লেন, রাণীকেও সে কথা বল্লেন—আগে থেকেই তিনি পশু পক্ষীদের ভাষা বুঝতেন। পাত্রের পুত্র, সদাগরের পুত্র ও সহর কোটালের পুত্রকে লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে আপনার কাছেই রাখলেন, তাদেরই মুখে শুনলেন যে—যে বাড়ীতে তা'রা প্রবেশ করে-

কোপে পড়ে রাজা নিজে মরেন, রাণী মরেন, রাজপুত্রেরা মরেন, কেবল একটী রাজকন্যা বেঁচেছিলেন, ব্রহ্মদৈত্য তাঁকে মারেন নাই। ব্রহ্মদৈত্য সমস্ত রাজধানীর প্রজা হত্যা করেছিলেন, কেবল ঐ রাজকন্যাকে রেখেছিলেন। তিনি সেই বাড়ীতে একাকিনী থাকতেন, যে কোন লোক বাড়ীতে প্রবেশ কত্তো, সেই কোন না কোন পশু হয়ে যেতো। তেমন কত পশু যে ছিল তার সংখ্যা হয় না। রাজকন্যা সেই সকল পশুদের ভাষা বুঝতেন, সকলের দুঃখের কথা শুনে তিনি কাঁদতেন। কত মানুষ সেই বাড়ীতে পশু হয়েছিল, তাদের মধ্যে বড়-ঘরের ছেলে তারাই তিনজন ছিলেন—আর সব গৃহস্থ ঘরের ছেলে। তার জন্যে রাজকন্যা তাদের তিনটীকে বড় ভাল-বাসতেন, যত্ন করে খাওয়াতেন, কিন্তু কারো বাহির হবার যো ছিল না। এক বৎসর হলো ব্রহ্মদৈত্যের নরজন্মের কোন আত্মীয় সে দিন গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দেয়—সে দিন ব্রহ্মদৈত্য রাজকন্যাকে বল্লেন—"আমি উদ্ধার হলাম, এক প্রহরের মধ্যেই আমার সব ফুরাবে। তোমার খাবার সংস্থান করে দিয়ে যাই, ঐ যে বানর, গাধা আর ভেড়া আছে, ওদিগকে তোমার বাপের রাজ্যের বহুদূরে যে আদিত্যবিক্রম রাজার রাজ্য আছে, তা'র কাছে নিয়ে গেলে, যে টাকা চাইবে, সেই টাকাই পাবে। তাই রাজকন্যা আপনার একজন লোককে দিয়ে তা'দিগকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, রাজা তা'দিগকে না লওয়ায় পাত্রের কন্যা, সদাগরের কন্যা ও সহর কোটালের কন্যা কিনে নিয়েছিলেন।

করেও তাদের মানুষের দেহ ধারণের কোন উপায়ই কত্তে পাল্লেন না, তারা সেইরূপেই রাজবাড়ীতে রাজার কাছে থেকে গেল। রাজা পশু তিনটীর ভাল বেশ ভূষা ক'রে দিয়েছিলেন—বানরটীর মাথায় সোনার টোপর, দুটী হাতে সোণার বালা, কাণে কানফুল—গলায় মুক্তার মালা—পরিধানে রঙ্গিন পাটের ধুতি,—ভেড়াটীর খুর ও শিং দুটী সোনা বাঁধান, তায় হীরে মণিমাণিকের কাজ করা,—গাধার চারিটী খুরও সোনা বাঁধা, সর্ব্বদাই রাজা তিনটীকে কাছে কাছে রাখতেন, কেবল মৃগয়ায় গেলে সঙ্গে নিতেন না, কি জানি, বাঘ ভালুকে যদি দৈবাৎ মেরে ফেলে।

একদিন রাজা মৃগয়ায় যান, ফিরে এসে আর পশু তিনটীকে দেখতে পান নাই—রাণীকে জিজ্ঞাসায় তিনিও কিছু বলতে পারেন না। পশু তিনটিই চোরে নিয়ে গেছে স্থির হলো। পাহারার দরোয়ানের চাকরী গেল। চোর পশু তিনটিকে নিয়ে গিয়ে সোণা মণি মুক্তা যা ছিল কেড়ে নিয়ে গাধাটি এক ধোবাকে আর বানর ও ভেড়াটি একজন বাজিকরকে বেচিল। গাধা ধোবার কাপড়ের মোট বইতে আর ভেড়া বানরে বাজি করে বেড়াতে লাগলো। বাজিকর তালিম ভেড়া ও তালিম বানর পেয়ে বড় খুসী।

কিছুদিন যায়, একদিন ধোবার স্ত্রী কাপড় কাচতে বাগানে যাবে,—কোলে একটি ছেলে, চলতে অশক্ত, গাধার পিঠে কাপড়ের বড় বড় দুই মোট—তার উপর আপনি ছেলেটিকে নিয়ে চেপে বসলো, গাধা আর ...

ছিলাম মানুষ, হলেম গাধা—বইতে হলো ময়লা কাপড়ের মোট, শেষকালে ধোবানীকে পিঠে নিতে হলো—বিধাতা কপালে কত কষ্টই লিখেছেন, পরে আরও কত কি যে সইতে হবে জানি না। এই ভাবতে ভাবতে এক একবার হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সাম্‌লে নিচ্চে—এমন সময় একজন সন্ন্যাসী সেই পথে চলে যাচ্ছলেন, গাধাকে মানুষ বলে চিনতে পাল্লেন। তিনি ধোবানীকে বল্লেন—"ধোবানী, গাধার পিঠ থেকে নাম—বড় বড় দুটো মোট পশুটার পিঠে চাপিয়ে আবার আপনারা মায়ে পোয়ে ওর পিঠে চেপেছিস, একটু দয়া মায়া নাই, হলোই বা পশু, ওর কি সুখ দুঃখ নাই?"

ধোবানী বল্লে, ঠাকুর, চলে যাচ্চো যাও—আমি টাকা দিয়ে জানোয়ার কিনেছি, বেয়ে নেবো না?

সন্ন্যাসী রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন, তখনি তাকে শাপ দেন আর কি—তা না দিয়ে আপনার কমণ্ডলুতে যে জল ছিল গাধার গায়ে তাই ছিটিয়ে দিবামাত্র সে মানুষ হলো—সেই সহর কোটালের পুত্র। সন্ন্যাসীর হাতে পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—ঠাকুর, আপনি আমাকে পশুত্ব হতে মুক্ত কল্লেন, কিন্তু আমার মত আরও দুটী হতভাগা এই রকমে কষ্ট পাচ্চে। আপনারা যোগবলে সবই জানতে পারেন, এখন তারা কোথায় কি অবস্থায় আছে আমায় বলুন? তাদিগকে পশুত্ব হতে মুক্ত কত্তে হবে। আপনি তাদিগকে এখানে আনুন, এনে আমার মত তাদের পশুজন্ম খণ্ডন করে দিন।

সন্ন্যাসী উত্তর কল্লেন—"তারা এখন রাজ্যান্তরে আছে।

তোমার কাছে আমি স্বীকার করচি, কাল পূর্ণ হ'লে আমি যেখানেই থাকি, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো—সেই সময়ে আমি না এলেও তা'রা মানুষ হ'বে!

প্রশ্ন। কত বিলম্ব আছে প্রভু?

সন্ন্যা। এই—পাঁচ ছয় মাস। সদাগর-পুত্র সাপ হয়ে খানসামাকে কামড়িয়ে মেরে ফেলেছে, তার জন্যে আরও ছমাস তাকে কষ্ট পেতে হবে।

এই বলে সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হলেন। সদাগর-পুত্র সোজা রাজবাড়ীতে উপস্থিত। রাজা বহুকাল পরে বন্ধুকে পেয়ে আহ্লাদের সীমা নাই। আর দুই বন্ধুর সংবাদ জেনে বড় ক্ষুণ্ণ হলেন, কি করবেন। ছয়টি মাস পরে একদিন দুই বন্ধুতে বসে আছেন, এমন সময় একজন বাজিকর একটি বানর আর একটি ভেড়া এনে বাজি দেখাতে বসলো। রাজা বল্লেন, বাজি দেখাতে হবে না, তোর পশু দুটিকে আমার কাছে রেখে, অতিথশালায় যা। রাজা এই কথা বলতে না বলতে—"জয় জনার্দ্দন জনপালক মুকুন্দ মুরারে" বলে কমণ্ডলু হস্তে সেই সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন। রাজা ও রাজবন্ধু সহরকোটাল-পুত্রে দুজনে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর সম্বর্দ্ধনা কল্লেন।

সন্ন্যাসী আর দণ্ড মাত্র দেরি না করে, কমণ্ডলু হ'তে একটী বিল্বদল ডুবিয়ে জল নিয়ে বানর ও ভেড়ার গায়ে ছিটিয়ে দিবা মাত্র তারা বহুকালের পর মনুষ্যদেহ পাইল। আগেই সন্ন্যাসীর পায়ে পড়ে রইল, সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করে বসতে বল্লেন, তারা রাজপুত্রের গলা ধরে কাঁদে আর চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

কোলাহল পড়ে গেল। সাত দিন ধরে গান বাজনা, নাচ তামাসা—গরীব দুঃখীকে অন্ন বস্ত্র দান হতে লাগ্‌লো। তার পর রাণীর অনুরোধে তাঁর তিনটি সখী মন্ত্রী কন্যার সঙ্গে স্বামীর বন্ধু মন্ত্রী পুত্রের, সদাগর কন্যার সঙ্গে সদাগর পুত্রের, সহর-কোটালের কন্যার সঙ্গে সহরকোটাল পুত্রের বিবাহ হইল। তাতেও সাতদিন সাত রাত আমোদ আহ্লাদ, নাচ গান তামাসা হ'য়ে গেল। কয়েক দিন বিশ্রামের পর তাঁরা চার জনেই সপত্নিক আপনার দেশে ফিরে এলেন। তাতেও রাজ্য মধ্যে খুব ধুমধাম পড়ে গেল। রাজা, মন্ত্রী, সদাগর, সহরকোটাল সকলেই বুড়া হয়েছিলেন, সকলেই আপনাপন পুত্রের উপর আপনাপন কাজের ভার দিয়ে তীর্থ বাসে জীবন কাটালেন।

লাবণ্যবতী।

লাবণ্যবতী খুব সুন্দরী মেয়ে, যখন তার বয়স এগার বার, তখন সে যেন ফুটন্ত পদ্ম—মুখ হাসি হাসি—চোখ দুটি বড়, কাণ পর্য্যন্ত টানা, রংটি চাঁপা ফুলের মত, ঠোঁট দুটি টুকটুকে, মাথায় একমাথা চুল, যে দেখে সেই তার দিকে চেয়ে থাকে। কেউ বলে, লাবণ্য রাজরাণী হবে, কেউ বলে, জমিদারের বৌ হবে। কত লোকে কত কথাই বলে, লাবণ্য সে সব কথায় কাণ বড় মন দেয় না। একদিন তার মা-বাপকে

লাবণ্য বিয়ের রাত্রেই বিধবা হবে। সে কথা শুনে অবধি লাবণ্য যেন আধখানি হয়ে গেছে, সদাই মুখখানি শুকনো শুকনো, কার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না, যেন আপন মনে আপনি মরা। দিনের পর দিন যায়, লাবণ্যের বাপ মার ইচ্ছা, লাবণ্যের এখন বিয়ে না হয়, এজন্য তার বিয়ের কথা তারা মুখেও আনে না, কিন্তু ঘটক ঘটকীর দল নিত্য যাতায়াত করে। বাপ-মাকে, মেয়ের বয়স হচ্ছে, বিয়ের কথা মুখে আনতে না শুনে, কত লোকে কত কথা বলে। ক্রমে তাদের কাণ পাতা ভার হয়ে উঠলো। কুটুম্ব সমাজেও মুখ দেখান তাদের আর চলে না। এই রকমে আরও এক বছর কেটে গেল। কেহ জিজ্ঞাসা কল্লে, তারা উত্তর দেন, যে দিন বিয়ের ফুল ফুটবে, সে দিন কিছুতেই থাক্‌বে না। স্ত্রী-লোকের উপর যুধিষ্ঠিরের শাপ আছে—গুপ্তকথা তাঁদের পেটে পাক পায় না, লাবণ্যের মায়ের মুখেই সে কথা ক্রমে প্রকাশ পাইল।

শিবানী পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিল—যুধিষ্ঠিরের কি শাপ পিসিমা বল না. আমরা কেউ জানি না।

পিসি। যুধিষ্ঠিরের মা, কুন্তীদেবী একটী বর পেয়েছিলেন, তিনি যে দেবতাকে পতিভাবে ডাকবেন, তিনিই তখন এসে তাঁহার মানস পূর্ণ করবেন। তখন কুন্তী ঠাকরুণের বিয়ে হয় নাই। পরীক্ষা করবার জন্য তিনি সূর্য্যদেবকে পতিভাবে ডাকায়, তিনি এসে তাঁর মানস পূর্ণ কল্লে তখনি গর্ভ হ'লো, কাণ দিয়ে তিনি এক পুত্র প্রসব কল্লেন, তাঁর নাম হলো কর্ণ। কুন্তী একটি পেঁটরায় পুরে ছেলেটিকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলেন—লোক

জানাজানি হ'লে যে তাঁর বিবাহ হ'তো না। রাধা নামে এক ছুতর, সেই পেটরাটীকে খুলে দেখে, চমৎকার ছেলে, তা'র পুত্র ছিল না, সেই ছেলেকে নিয়ে লালন-পালন কল্লে। সূর্য্যপুত্র বড় হ'য়ে মহাবীর পুরুষ হলো, কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের সঙ্গে তার খুব বন্ধুতা জন্মেছিল, তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি তারই হয়ে লড়ে ছিলেন, যুদ্ধে কুরুকুল নির্ম্মূল হয়। কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন তা'কে বধ কল্লে পর, যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে আপনাদের অগ্রজ বলে জানতে পাল্লেন। কুন্তী একথা গোপন ক'রেছিলেন বলে যুধিষ্ঠির শাঁপ দেন যে, স্ত্রীলোক কোন কথা প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারবেন না।

শিবানী। এইবার লাবণ্যের কথা বল ?

পিসিমা। ক্রমে লাবণ্যের রূপের কথা সকলেরই কাণে উঠলো—কেউ বা রূপের মোহে, মরি মরবো বলে বিয়ে কত্তে চায়, কেহ বা পেছিয়ে পড়ে, শেষে এক রাজা বল্লেন—লাবণ্য আর লাবণ্যের বাপ মা যদি স্বীকার করেন, লাবণ্যের ছেলে আমার রাজত্ব পাবে না, তা' হলে আমি লাবণ্যকে বিবাহ করি। লাবণ্য এ কথায় যদিও একটু ক্ষুণ্ণ হ'লো, কিন্তু শেষে রাজি হলো।

পুরুষের দুইবার বিবাহের পরও যদি স্ত্রী মরে যায়, তা' হ'লে একটা মালী গাছ বিয়ে ক'রে তবে তৃতীয়বার বিবাহ কত্তে হয়। রাজাও তাই কল্লেন, আগে একটা শোলার ফুল গাছের সঙ্গে লাবণ্যের বিবাহ দিলেন—লাবণ্য সেই শোলার ফুলগাছে বরমাল্য দিবা মাত্র গাছটা ধূ ধূ করে জলে উঠলো; রাজা তার পর লাবণ্যকে শাস্ত্রমত বিবাহ কল্লেন।

লাবণ্য রাজরাণী হলো বটে কিন্তু মনটায় একটা দুঃখ রয়ে গেল, ছেলেও হলো কিন্তু বড় হ'য়ে যখন শুনলে যে, সে পিতৃ-রাজ্য পাবে না, তখন দেশান্তরী হয়ে চলে গেলেন। রাজপুত্র এদেশ সে দেশ ক'রে অনেক দেশ বেড়ালেন—মনের উদ্দেশ্য, যে রকম করেই হোক রাজা হতে হবে, মাকে রাজমাতা কত্তেই হ'বে। নানা দেশ বেড়াতে বেড়াতে শেষে তিনি এক রাক্ষসের দেশে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন—সে দেশের রাজা রাক্ষস, প্রজা রাক্ষস—দোকানী পসারী সকলেই রাক্ষস, সকলেই মানুষ পশু পক্ষী যা পায় তাই খায়—খায় না কেবল গাছ পাথর, পাহাড় পর্ব্বত। রাজপুত্রকে দেখে সকলেরি খাবার লোভ হলো। যখন রাক্ষস বই দেশে আর কেহই নাই, তখন এক রাক্ষসের বাড়ীতেই তাঁহাকে আতিথ্যগ্রহণ কত্তে হলো—কিন্তু তা'দের একটী প্রধান গুণ, অতিথিকে তারা হিংসা করে না, অতিথি তিনটী দিন ক'রে এক এক বাড়ীতে থাকতে পায়। যাহাই হোক, রাজপুত্র রাক্ষসের বাড়ীতে অবস্থিতি কল্লেন—রাক্ষসের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত ছিল, তারা নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত। স্বদেশে এলে তারা কারো প্রাণের হিংসা করে না, যে লেখা-পড়া বা ধনুর্ব্বেদ শিখিতে আসিত, তাকে যত্ন করে শিখাত—রাজপুত্র কিছুদিন ধরে ধনুর্ব্বেদ ও যুদ্ধবিদ্যা শিখলেন, তার পর জ্যোতিষ তন্ত্র নানা শাস্ত্র শিখলেন। যে বাড়ীতে থাকতেন, সে বাড়ীর একটী রাক্ষস কন্যা তাকে বড় ভালবাসতে লাগলো—সে পড়ার সময় কাছে বসে থাকতো—পড়া হ'লে আহারের উদ্যোগ করে দিত, রাজপুত্র আপনি পাক কত্তেন। রাক্ষসেরা রাঁধে না। গরু বাছুর, পশু পক্ষী যা পায়, কাঁচা খায়।

রাক্ষসের মূর্ত্তি দেখলে ভয় হয়, কিন্তু তারা নানা মূর্ত্তি ধত্তে পারে। ঘরে তাদের যার যেমন ইচ্ছা সে তেম্নি মূর্ত্তিতে থাক্‌তো; যে রাক্ষসকন্যা রাজপুত্রের ঘনিষ্ঠ ছিল, সে পরমা সুন্দরী মূর্ত্তিতে তার কাছে থাক্‌তো। রাজপুত্রের লেখা পড়া শিখা শেষ হ'লে রাক্ষস গুরুদক্ষিণা চাহিল। রাজপুত্র বল্লেন—আমিত বিদ্যার্থী, আমার সঙ্গে এমন কিছু নাই যে, গুরু দক্ষিণা দিতে পারি—যদিও পিতৃরাজ্যের অধিকারে বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু খাবার পরবার একটা বৃত্তি পেলে আপনাকে গুরু দক্ষিণা দিব।

গুরু বল্লে—টাকা কড়ি, ধন অর্থ আমরা চাই না, অনেক আছে; দক্ষিণা এই চাই যে, আমার কন্যা তোমার প্রতি বড়ই অনুরক্ত, তোমাকে বিবাহ কত্তে চায়, তাই ক'রে তুমি আমাকে দক্ষিণা দাও। মানুষে রাক্ষসে এসম্বন্ধ নূতন নয়, অনেক কাল হ'তে চলে আসচে। রাবণ ব্রাহ্মণের পুত্র, এ কথা বোধ হয় তোমার জানা আছে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কল্লে, সে তোমার সংসারে মানুষীর মত থাকবে, তোমাদের মেয়েদের মত খাবে, পরবে, থাক্‌বে—কোন রকমে কেউ রাক্ষসী বলে জানতে পারবে না।"

রাজপুত্র কোন আপত্তি না ক'রে বল্লেন, আমার একটি প্রতিজ্ঞা আছে, সেটী আগে পূর্ণ কত্তে না পাল্লে, সংসার-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'বো না।

রাক্ষস গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি প্রতিজ্ঞা বল, এখনি পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করা যাবে।

রাজপুত্র।—আমার মার কোষ্ঠীতে লেখা, তাঁর বিবাহ রাত্র সেই রাত্রিতেই বিধবা হ'বেন, একথা শুনতে পেয়ে তাঁকে

তাঁকে বিবাহ কত্তে রাজি হ'লো না, মাতা পরম রূপবতী, তাঁর রূপের লোভও অনেকের জন্মিল। আমার পিতা যিনি, তিনি এই অঙ্গীকারে মাকে বিবাহ কল্লেন যে, মার গর্ভের পুত্র রাজ্যাধিকার পাবে না। বিবাহ হলো, কিন্তু তাঁর মনের বড় সাধ, তিনি রাজমাতা হন, আমার রাজ্যলাভ বিনা তা' হ'তে পারে না।

রাক্ষস গুরু। এতো অতি সামান্য কথা—তুমি কোন্ রাজ্যটা চাও বল, এখান থেকে আমার একটা রাক্ষসকে পাঠিয়ে আমি তোমায় সেই রাজ্যের রাজপাটে বসিয়ে দি—আমার কন্যা রাজরাণী হ'বে, এটাও কি আমার সাধ নয় ?

রাজপুত্র রাজি হ'য়ে রাক্ষসী ধরাবতীকে বিবাহ কল্লেন। কিছুদিন জামাই-আদরে শ্বশুর-বাড়ীতে কাটালেন। বাড়ীর ভাবনা ভাববার নাই—মা রাজরাণী, পিতা রাজা।

যিনি রাজপুত্রের রাক্ষস-গুরু বা শ্বশুর, তিনি রাক্ষস-রাজ্যের রাজার অভীষ্টদেব—রাক্ষস রাজ্যে চারি পাঁচশত ঘর রাক্ষসের বাস, সকলেই তাঁহার বাধ্য বশীভূত। রাক্ষস রাজ্যের বেশী দূরে নহে, কাছেই পাটিকা রাজ্য—এই রাজ্যের পুরুষেরা খুব বলবান, আর স্ত্রীলোকেরা মন্ত্র তন্ত্র খুব জানে। রাক্ষস ভূত প্রেত, বাঘ ভালুক, কাকেও ডরায় না। রাক্ষস পেলে তাকে পোষা পশু ক'রে রেখে দেয়। এজন্য রাক্ষসেরা তাদিগকে খুব ভয় করে—কেউ সেদিকে মুখ করে না। এই দুই রাজ্যের মধ্যে একটি ছোট নদী ছিল, সেই নদীতে পাটিকারা নৌকা নিয়ে পাহারা দিত, কোন রাক্ষস তাদের দেশে যেতে না পারে, আর যদি কোন রাক্ষসকে নদী পার

দেখতো, মন্ত্রবলে তা'কে ধরে পশু ক'রে আপনাদের দেশে নিয়ে যেতো।

এত কথা খুলে না ব'লে রাজপুত্রের শ্বশুর জামাইকে বলে দিয়েছিলেন যে—"বাপু, তিন দিকে যেও, উত্তর মুখে যেও না বা নদীর জলে নেমো না।"

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে তিন দিকে বেড়াতেন, উত্তর দিকে যেতেন না। তিনি যে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন, সে পক্ষীরাজ, শূন্যে উড়ে বেড়াতে পারতো। একদিন রাজপুত্র নদীর এ পার হ'তে পাটিকা রাজ্যের বাহার দেখে থাকতে পাল্লেন না, ঘোড়াটিকে উড়িয়ে দিলেন। ঘোড়া নদীর অর্দ্ধেকটা যেতে না যেতে পাটিকা কন্যারা তাকে পশু করে নীচে নামিয়ে নিল। রাজপুত্র পশু হয়ে পাটিকা রাজ্যে রয়ে গেলেন। এদিকে তার শ্বশুর বাড়ীতে "খোজ—খোজ" শব্দ পড়ে গেল। সকলেই ঠিক কল্লে যে, রাজপুত্র পাটিকায় ধরা পড়েছেন। একথা ক্রমে রাক্ষস-রাজের কর্ণগোচর হলো। তিনি চিন্তিত হলেন, কেমন ক'রে গুরুর জামাতার উদ্ধার হয়। গুরু নিজ কন্যাকে তিরস্কার কত্তে লাগলেন—মানুষের অবস্থা ব্যবস্থা তিনি বেশ জানতেন, মানুষ-গুল্লার উপর তাঁর একটা ধারণা ছিল যে, তারা বড় নির্ব্বোধ—কি করবেন, রাক্ষসরাজ বল্লেন—চিন্তা নাই, দেখি, আপনাদের বলে যদি উদ্ধার কত্তে পারি, না হ'লে মাথা হেঁট কত্তেই হ'বে।

পাটিকারা এমন মন্ত্র জানতো যে, সকালে উঠে পাটিকার ছেলে মেয়ে পুরুষ মন্ত্র পড়ে আপনার গায়ে তিনটা ফুঁ দিলে আর কেহ তাদের কিছু কত্তে পারতো না।

রাক্ষসেরা ঘোর শিবভক্ত আর পাটিকারা অসাধারণ শাক্ত

মহাশক্তির পূজা না ক'রে জল খায় না। রাক্ষসগুরু শিবসিদ্ধ, তিনি জামাতার উদ্ধার জন্য ত্রিরাত্র কল্লেন, করবামাত্র আশুতোষ প্রসন্ন হ'য়ে দেখা দিলেন, রাক্ষস গুরু জামাতার উদ্ধার প্রার্থনা কল্লে, তিনি একটী মন্ত্র দিয়ে বল্লেন যে, তা' দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে রাজপুত্রকে নামিয়ে আন্‌তে পাল্লে তবে আসতে পারবে। পাটিকা রাজ্যের সব উত্তর দিকের বাড়ীতে তা'কে রেখে দিয়েছে। সাত দিন ধরে সোজা সুড়ঙ্গ কেটে এক প্রহর কাল উপর দিকে কেটে উঠলে সেই ঘরে উঠা যাবে। সুড়ঙ্গপথে আমি নন্দীকে পাঠিয়ে দিব, সে ঠিক নিয়ে গিয়ে সেই ঘরে উঠবে, সেই বাড়ীর পাশেই পাটিকাদের ইষ্টদেবতা মহামায়ার মন্দির। সাত দিন মধ্যে না আনতে পাল্লে, আর পারবে না—অষ্টমীর দিন পাটিকারা তা'কে মহামায়ার কাছে বলি দিবে।"

এই কথা বলে মহাদেব অন্তর্দ্ধান কল্লেন। পরদিন প্রাতে নন্দী এসে সুড়ঙ্গ কাটিতে আরম্ভ করে দিলেন—এইরূপে সাত দিন ধরিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া দেখে, রাজপুত্রকে ছাগল করে রেখেছিল—মহামায়ার মন্দিরে সকালে বলি দেওয়া হয়েছে—রাত্রিকালে তাহার মাংসে দেবীর ভোগ হবে। নন্দী একটু লজ্জিত হয়ে বায়ুবেগে কৈলাসে উপস্থিত, ঠাকুরকে সব কথা জানালেন, শিব ঠাকুর দেখলেন, ঘোর বিপদ। গৃহিণীর অগোচরে নন্দী বলির দ্রব্য সরাতে পারে না। ঠাকুর অতি বিনয় অনুনয় করে বলায়, দেবী নন্দীকে আজ্ঞা দিলেন, নন্দী এসে বলির কাটা মাথা পাঁঠাটিকে সুড়ঙ্গের মুখে সরিয়ে এনে দিলে, রাক্ষসেরা সেই দেহ নিয়ে রাক্ষস রাজ্যে উপস্থিত। রাক্ষস গুরুর কন্যাকে সে

লেন। রাক্ষস গুরু কন্যাকে প্রবোধ দিয়ে যোগে বসলেন, ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হয়ে শান্তিজল দিবামাত্র রাজপুত্র নিজ দেহে প্রাণ পেলেন। শ্বশুর তিরস্কার কত্তে লাগলেন। রাজপুত্র আর বিলম্ব না করে দেশে ফিরতে চাইলেন, শ্বশুর বল্লেন—"প্রতিজ্ঞা পূরণ না করে কেমন করে দেশে যাবে, আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর।"

অগত্যা উপায় নাই, অপেক্ষা কত্তেই হ'লো। রাক্ষস গুরু আপনার শিষ্যদের বলে দিলেন—কোন একটা রাজ্য খালি ক'রে জামাইকে সেখানে রাজা ক'রে দিতে হবে।

তা'রা গুরুর আজ্ঞা পেয়ে তাঁর কৃপা লাভের জন্যে ফিরতে লাগলো। গুরু তাদিগকে ইঙ্গিতে বলে দিলেন—যে রাজ্যে ভাল রাজকন্যা থাক্‌বে, সে রাজ্যে কাজ নাই, সুন্দরী রাজকন্যারা রাজপুত্র পেলে ছাড়ে না, বিবাহ ক'রে তাকে বশীভূত ক'রে ফেলে, তেমন রাজ্যে কাজ নাই।

রাক্ষসেরা খুঁজে খুঁজে গুরুর জামাতার পিতৃ-রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত, তাঁকেই তারা মেরে ফেলে গুরুর কাছে এসে বল্লে—এক রাজ্য খালি হয়েছে। রাজ্যের কথা রাক্ষস গুরুর জামাতাকে বলায় তিনি আর দণ্ডপল বিলম্ব কল্লেন না—যখন রাক্ষস তাঁহাকে রাজ্যে নিয়ে গেল, তিনি বুঝলেন—রাক্ষস তাঁহার পিতাকে হত্যা করে ফেলেছে। রাণী পুত্রকে দেখে কাঁদতে লাগ্‌লেন। তাঁকে সান্ত্বনা করে তিনি পিতার দেহটীকে যত্ন ক'রে রেখে শ্বশুরের নিকট ফিরে গিয়ে সব কথা বলায়, রাক্ষস-গুরু এসে বেহাইকে বাঁচিয়ে দিলে। রাজা সকল কথা শুনে পুত্রকে রাজপাটে বসিয়ে রাণীর সঙ্গে বনে গিয়ে তপস্যা কত্তে

লাগলেন। সেকালে রাজাদের বড় রাক্ষসভয় ছিল, এখন রাক্ষস-রাজ্যের সঙ্গে যখন কুটুম্বিতা হলো, তখন সে ভয় রইলো না।

রাস্থ ও রাক্ষস।

অনেক দিনের কথা বলচি, তখন দেশে রাক্ষস রাক্ষসীর বড় ভয় ছিল। তারা এসে সকলকে ধরতো আর খেয়ে ফেল্‌তো। কত রাজার রাজ্য ছারখার হয়ে যেতো। এই রকম সময়ে এক গরিব বামুনের ছেলে, বয়স বার চৌদ্দ বছর, মা বাপ খুড়া জ্যেঠা কুটুম্ব সজ্জন কেহই ছিল না, দুবেলা দুমুঠা ভাতের জন্যে গ্রামের সকলের বাড়ী ভিক্ষা করে বেড়াতো। ক্রমে গ্রামের লোক এই দুঃখী বামুনের ছেলের উপর বিরক্ত হ'য়ে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দিল। ছেলেটীর নাম রাসবেহারী, সকলে রাস্থ বলেই ডাকতো। ভিক্ষা না পেয়ে রাস্থ গ্রামান্তরে গিয়ে এক ভটচাযিার টোলে চাকর রহিল, রাস্থ যত কাজ করুক না করুক, ভটচাযিা মশায় দয়া করে তাকে দুবেলা দুমুঠা খেতে দিতেন। ভটচাযিা মশায় জ্যোতিষ আর তন্ত্র মন্ত্র খুব জানতেন, প'ড়োদিগকে তাই পড়া দিতেন, রাস্থ পড়োদের পাঠ শুনে শুনে সব শিখতো। একদিন ভটচাযিা মশায় তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, রাস্থ, তুমি লিখতে পড়তে জান ?

রাস্থ বল্লে,—"আজ্ঞা হাঁ, কিছু কিছু জানি।"

ভট। তবে তুমি আমার পড়ো হ'লে, আজ থেকে আর তোমায় কাজ কর্‌তে হবে না, তুমি আমার কাছে পড়্‌বে।

চাৰ্য্যি মহাশয়ের ছেলে পুলে ছিল না, তিনি যত্ন করে রাম্বুকে পড়া দিতে লাগলেন। ভাল ভাল সজীব মন্ত্র অন্যকে যা শিখান নাই, তা'ও রাম্বুকে শিখাতে লাগলেন। রাম্বুর ভাগ্য ভাল নয়, তাই বছর না যেতে যেতে ভটচার্য্যি ও তাঁর বামুন ঠাকরুণ মারা গেলেন।

রাম্বু আবার নিরাশ্রয় হ'লো—কিন্তু এখন সে একটু ডাগর হয়েছিল, মন্ত্র তন্ত্র অনেক শিখেছিল। কিন্তু ভটচার্য্যি মশায় ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে গ্রামের কেহ রাম্বুর পানে চাহিল না। কাজেই তাহাকে অন্যত্র গিয়া ভাত কাপড়ের চেষ্টা দেখতে হলো। সে এক গ্রামে গিয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ী অতিথি হলো, সে ব্রাহ্মণ বাড়ার সকলের সে দিন মুখ ভার, কারো কারো চোখে জল, কিন্তু তবু তারা অতিথি বিমুখ কল্লে না, রাম্বুকে আশ্রয় দিল। যতই বেলা যেতে লাগলো, ততই সকলের মুখে দুঃখের চিহ্ন ঘন হ'তে লাগলো। ব্রাহ্মণের পত্নী কাঁদ্‌তে লাগলেন, একটী বছর দশেকের মেয়ে ছিল, সেটীকে ব্রাহ্মণী চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে পিঠা পায়স তৈয়ারী ক'রে খাওয়ালেন, ভাল ক'রে মাথা বেঁধে দিলেন। রাম্বু ভাবলে, মেয়েটী হয়ত শ্বশুর বাড়ী যাবে, তাই তার মা ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে মাথা বেঁধে দিলেন। কিন্তু তা' নয়, রাজার হুকুম, প্রতিদিন এক এক গৃহস্থকে এক একজন ক'রে মানুষ দিতে হয়। এক রাক্ষস রাত্রিকালে সেই মানুষকে খায়, যে দিন মানুষ খেতে না পাবে, সেই দিন রাজা রাণীকে খাবে, প্রজা সকলকেও খেয়ে ফেলবে। সেদিন

মাত্র। ব্রাহ্মণী কিছুতেই মেয়েটীকে দিবে না, আপনি রাক্ষসীর খোরাক হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বল্লেন—"তা' কিছুতেই হবে না, তা' হলে তিনি নিজে আত্মহত্যা করবেন।"

মেয়েটীকে দেখে রাসুর চোখে জল এলো—মনে বড়ই কষ্ট হলো,—ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে বল্লে,—আপনার কন্যাটীর বদলে আজ আমি রাক্ষসের খাবার হতে চাই—আপনি আমাকে অনুমতি করুন।"

ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন—"তাও কি হয় বাবা!"

রাসু। তবে আপনার কন্যার সঙ্গে আমায় যেতে বলুন?

ব্রা। তুমি অতিথি—আপন প্রাণ দিয়ে অতিথির প্রাণরক্ষা কত্তে হয়; হিন্দুর এমন ধর্ম্ম।

এদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, রাজার লোক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এসে কন্যাটীকে একখানি গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে গেল। রাসুও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে চলিল।

গ্রামের ধারে একটা বড় মাঠে একখানা পাকা ঘর, সে ঘরের জানালা নাই, সেই ঘরে ব্রাহ্মণকন্যাকে পুরিবার আগেই রাসু লুকিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ কল্লে, রাজার চাকর ব্রাহ্মণকন্যাকে তা'র মধ্যে রেখে শিকলবদ্ধ করে দিল। রাক্ষস আসবার আগেই তারা সেখান থেকে পলাইল।

ঘর অন্ধকারময় বল্লেই হয়, একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করে জ্বলচে, সেই আলোতে যেমন দেখা যায়, রাসু তেমনি দেখতে লাগলো; মেয়েটীর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। রাসু তার চোখ দুটী হাতে করে মুছিয়ে দিয়ে বল্লে—"কেঁদো না, তোমার হয়ে আমি আজ রাক্ষসের কাটে যাবো।"

এই কথা না বল্‌তে বল্‌তে রাক্ষস এসে দোরে ধাক্কা দিল, ঘরে ঢুকেই দেখলে, একটা ছেলে একটা মেয়ে। রোজ একটা ক'রে থাকে, আজ দুটা ; রাক্ষসের আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে মনে কল্লে, ছোট বলে রাজা আজ দুটা দিয়েছে। প্রদীপ উস্কাইয়া দেখিল, যেন দুটী পদ্মফুল—ঘর আলো করা। রাক্ষস জিজ্ঞাসিল—"কাকে আগে খাবো ?"

কন্যা বল্লে—আমাকে খাও।

রাসু বল্লে—আমাকে খাও।

রাক্ষসের ক্ষুধা তৃষ্ণা উড়ে গেল। তাদের শব্দ যেন রাক্ষসের কাণে বীণা বাজলো, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রাসু ও বামুনের মেয়েটীর সব কথা শুনে রাক্ষসের মনে দয়া হলো, বল্লে, "তোরা ঘরে চলে যা—আমি একটা গরু বাছুর ধরে খাবো। আর তোরা দুজনে বিয়ে কল্লে স্ত্রী-পুরুষের মত থাকিস, আমি এরাজ্যে আজ থেকে আর আসবো না।"

রাসু ব্রাহ্মণ-কন্যাকে নিয়ে তাদের বাড়ী এলো, ব্রাহ্মণ ঠাকুর রাসুকে কন্যা দান করে ঘরে রেখে দিলেন। রাসু সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কল্তে লাগলো।

ন চ দৈবাৎ পরম্ বলম্।"

সম্পূর্ণ।